ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-297 ■ 6 August, 2025 ■ আগরতলা ৬ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ২০ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তেলিয়ামুড়ায় মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনা

বাঁচার জন্য করুণ আর্তি চালকের প্রশাসনিক ব্যর্থতায় নির্মম পরিণতি

তখনো বেঁচে ছিল, বাঁচার জন্য কাতর আর্তনাদ করছিল।

লড়াই শেষ......

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট।। সরকারি কোষাগরের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও আদতে দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তর প্রয়োজন এর সময় কতটা ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সরদারে পরিণত হয় তার দৃষ্টান্ত আজ আরও একবার লক্ষ্য করা গেছে তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত চাকমাঘাট এলাকাতে। দুর্যোগ মোকাবিলা মহড়ায় তৈরি থাকলেও আসল দুর্যোগে তৈরি ছিল না দপ্তর, ফলে দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টার অপেক্ষার পর দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালো এক যানচালক। তাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে ব্যর্থ হল প্রশাসন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শুধুমাত্র মহকুমা প্রশাসনের প্রয়োজনীয় ভূমিকার অভাবে এবং দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তরের প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে একটা দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ির চালককে বাঁচানো সম্ভব হয়নি, শত শত মানুষের সামনে সেই গাড়ির চালক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল রাত্রি আনুমানিক আড়াইটা নাগাদ চাকমাঘাট এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর ধর্মনগর থেকে আগরতলাগামী সিমেন্ট বোঝাই লরি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। এই দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট গাড়ির চালক (তিনি আবার মালিকও) দুর্ঘটনাগ্রস্থ হওয়ার পর গাড়ি থেকে বের হতে পারছিলেন না। এই দুর্ঘটনার ফলে গাড়ির সামনের অংশ চেপে গিয়ে চালকের শরীর আটকে যায়। এই অবস্থাতে কাঞ্চনপুর এলাকার মাখনলাল দেবনাথ এর ছেলে মিহির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ আগষ্ট।। তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত চাকমাঘাট এলাকাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় উদ্ধারের আশায় মৃত্যুর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ পাঞ্জা লড়ে অকালে প্রাণ হারালেন যানচালক মিহিরলাল দেবনাথ। এই ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তেলিয়ামুড়ায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এক লরি চালকের মৃত্যু ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা সামাজিক মাধ্যমে শোক প্রকাশ করে জানান, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানান, যদি কারো গাফিলতির প্রমাণ মেলে, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাটি ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

বিপর্যয় মোকাবিলা মহড়া শুধু সরকারি টাকার আত্মসাৎ ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। একসঙ্গে এত দপ্তর সামলাতে পারছেন না মুখ্যমন্ত্রী। আগামীকালই বৈঠকে বসে দপ্তর বন্টন করুন। বিপর্যয় মোকাবেলা মহড়া শুধু সরকারি টাকার আত্মসাৎ। যে ধরনের পাপ এই সরকার করছে মানুষ তাদের ক্ষমা করবেন না। তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটে আজ সাতসকালে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে যানচালক মিহির লাল দেবনাথ। গতকাল রাত প্রায় আড়াইটা নাগাদ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে লরিতে। লরির ভেতরে আটকে পড়েন চালক। দীর্ঘক্ষণ বাঁচার জন্য আর্তনাদ করার পর আজ সকাল সাড়ে নটা নাগাদ তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে লরি থেকে। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালানোর পরেও পর্যাপ্ত তৎপরতার অভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর কাশীতে ভূমিধ্বস ও বন্যায় মৃত ৪, নিখোঁজ বহু

উত্তরকাশি, ৫ আগস্ট ।। *উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলার ধরালি গ্রামে মঙ্গলবার রাতে প্রবল মেঘভাঙার ঘটনা ঘটে। প্রবল বর্ষণের ফলে খীরগঙ্গা নদীতে হঠাৎ জলস্ফীতি দেখা দেয়। ফলস্বরূপ পাহাড়ি ধসে ও মাটির স্রোতে গ্রাম ও আশপাশের অঞ্চল কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০-২৫টি হোটেল ও হোমস্টে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে, ৪ জন মারা গেছেন এবং এখনও পর্যন্ত ৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন।*

বিপর্যয়ের পর সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, আইটিবিপি, এসডিআরএফ এবং দমকল বাহিনী উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে নেমেছে। রাতভর চলা অভিযানে ১৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধারকাজ আরও দ্রুত চালাতে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দুটি এমআই এবং একটি চিনুক হেলিকপ্টার চাওয়া হয়েছে।

খীরগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক কল্প কেদার মন্দিরও এই দুর্যোগে মাটির নিচে চাপা পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও ১৯ শতকে একবার এই মন্দির একইভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই অঞ্চল ঘিরে থাকা ধরালি বাজারও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। হর্ষিল সেনা ক্যাম্পের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তেলগাড় নদীও প্রবল বেগে বইছে, যার ফলে ক্যাম্পে জল ঢোকার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

আবহাওয়াবিদদের মতে, মেঘভাঙা হল একটি স্থানীয় প্রাকৃতিক ঘটনা, যেখানে অতি স্বল্প সময়ে অতি ভারী বর্ষণ হয়। সাধারণত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তা কয়েক মিনিটেই নেমে আসে। এর ফলে আকস্মিক বন্যা, ভূমিধস ও মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। কিউমুলোনিম্বাস নামক ভারী মেঘপুঞ্জ তৈরি হয়ে, সেখান থেকে তীব্র বর্ষণ নামে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদ্ধার কাজে নিখোঁজ ১০ সেনা

উত্তরকাশি, ৫ আগস্ট ।। *ডউত্তরকাশীর হরসিল উপত্যকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট প্রলয়ঙ্কর ভূমিধস ও হঠাৎ বন্যার প্রেক্ষিতে অন্তত ১০ জন ভারতীয় সেনা নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা। হরসিল এলাকার নিচু অংশে অবস্থিত একটি সেনা শিবির থেকে এই সেনারা নিখোঁজ হন।*

সেনা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নিজেদের সদস্য নিখোঁজ থাকার পরও ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ণ উদ্যমে উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা ও বেসামরিক নাগরিকদের সাহায্য করার জন্য সেনা সদস্যরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

মঙ্গলবার দুপুরে উত্তরকাশীর ধারালি এলাকায় প্রবল মেঘভাঙা বৃষ্টির কারণে আকস্মিক ভূমিধস ও হঠাৎ বন্যার সৃষ্টি হয়। এখন পর্যন্ত এই দুর্যোগে কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইন্দো-তিব্বতীয় সীমান্ত পুলিশ ইতিমধ্যেই ৩৭ জন গ্রামবাসীকে উদ্ধার করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত ৫০ জনের বেশি বেসামরিক মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। সব ধরনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১৪ রাজপুতানা রাইফেলস (১৪ রাজরিফ) ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অস্ত্র দেখিয়ে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট।।: গলায় ধারালো অস্ত্র ধরে স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় এক রাজমিস্ত্রিকে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে উত্তম মধ্যম দিয়ে অভিযুক্তকে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, গত চার মাস আগে কুমারঘাট পাবিয়াছড়া থেকে রাজ মিস্ত্রির কাজ করার জন্য উদয়পুর এসে অমরসাগর পাড়ে জাকির হোসেনের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল বিকাশ দাশ। পরবর্তী সময়ে আরো ও কয়েকজন এসে জাকির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি,সোনামুড়া, ৫ আগস্ট।। নিজের বাইক থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু সোনামুড়া মাঠ পাড়ার মিঠুন বণিক নামে এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটে মেলাঘর ঠাকুর পাড়া চৌমুহনীতে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, মিঠুন বণিক এর সোনামুড়া থানার সঙ্গে জুয়েলারি দোকান রয়েছে। বিকেল পাঁচটার দিকে তার নিজস্ব বাইক নিয়ে মেলাঘরে আসার পথে, মেলাঘর ঠাকুরপাড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রাম্পের হুমকি

২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতের উপর আরও বেশি হারে শুল্ক আরোপ হতে পারে

ওয়াশিংটন, ৫ আগস্ট ।। ফের ভারতকে হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি মঙ্গলবার জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতের উপর আরোপিত শুল্ক 'আরো বেশি হারে' বাড়াতে পারেন। রাশিয়া থেকে তেল ও সামরিক সরঞ্জাম কেনার কারণেই ভারতের উপর শুল্ক বৃদ্ধির হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প পুনরায় দাবি করেন, বিশ্বে মার্কিন পণ্যের উপর সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপকারী দেশ ভারত। তিনি বলেন, ভারত আমাদের সাথে অনেক ব্যবসা করে, কিন্তু আমরা তাদের সাথে ততটা পারি না। আমরা ২৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করেছিলাম। কিন্তু আমি মনে করি আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেটা অনেক বেশি বাড়াতে চলেছি। সাথে তিনি যোগ করেন, ওরা রাশিয়ান তেল কিনছে এবং যুদ্ধযন্ত্রে জ্বালানি জোগাচ্ছে। আর যদি ওরা এটা চালিয়ে যায়, তাহলে আমি মোটেও খুশি থাকব না।

এদিকে মঙ্গলবার সকালে রাশিয়া ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, রুশ বাণিজ্য অংশীদারদের বিরুদ্ধে এমন হুমকি মস্কোর প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচিত হবে। ট্রাম্পের এই হুমকির জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক কঠোর বিবৃতিতে জানায়, এই ধরনের হুমকি অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ভারতের আমদানি নীতির উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় ভোক্তাদের জন্য স্থিতিশীল ও সাশ্রয়ী জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। এটি একটি বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে, যারা আজ আমাদের সমালোচনা করছে, তারাই নিজেরাও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। তবে তাদের ক্ষেত্রে এই বাণিজ্য কোনো জাতীয় প্রয়োজনে হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, ১ আগস্টের সময়সীমার আগে ট্রাম্প ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন। এর কারণ হিসেবে তিনি ভারতের মার্কিন পণ্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ এবং রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ব্রিকস অংশগ্রহণকে দায়ী করেছিলেন।

বিপ্লবের আবেদনে সাড়া, ক্যান্সার আক্রান্তকে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট।। দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত গায়েত্রী কর্মকারের উন্নত চিকিৎসার পিএম রিলিফ ফান্ডের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

শ্রী দেব জানিয়েছেন, আগরতলা উজান অভয়নগর নিবাসী গায়েত্রী কর্মকার তাঁর চিকিৎসা সহায়তার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ পিএম রিলিফ ফান্ডের জন্য পাঠাই এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এর মুঞ্জুরি মিলেছে ন উন্নত চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে, যতগুলি আবেদন পাঠানো হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকটিকেই আন্তরিক দৃষ্টিতে মঞ্জুরি দিয়েছেন।

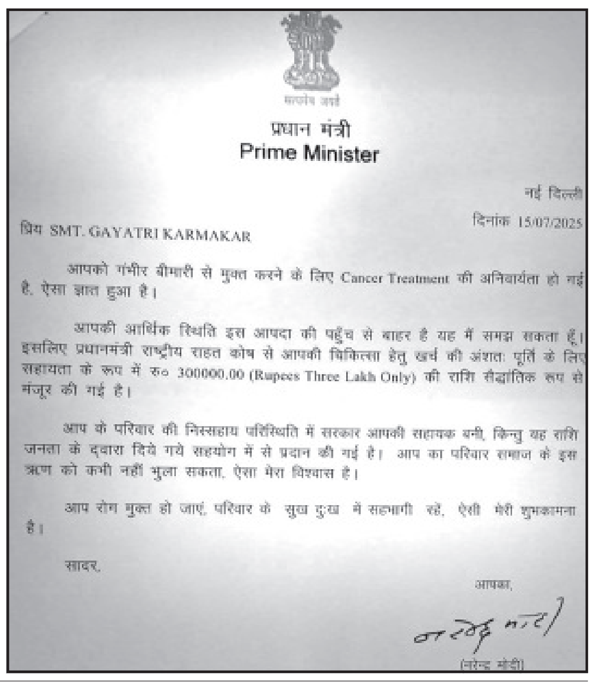

प्रधान मंत्री
Prime Minister

नई दिल्ली
दिनांक 15/07/2025

प्रिय SMT. GAYATRI KARMAKAR

आपको गंभीर बीमारी से मुक्त करने के लिए Cancer Treatment की अनिवार्यता हो गई है. ऐसा ज्ञात हुआ है।

आपकी आर्थिक स्थिति इस आपदा की पहुँच से बाहर है यह मैं समझ सकता हूँ। इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आपकी चिकित्सा हेतु खर्च की अंशतः पूर्ति के लिए सहायता के रूप में रु० 300000.00 (Rupees Three Lakh Only) की राशि सैद्धान्तिक रूप से मंजूर की गई है।

आप के परिवार की निस्सहाय परिस्थिति में सरकार आपकी सहायक बनी, किन्तु यह राशि जनता के द्वारा दिये गये सहयोग में से प्रदान की गई है। आप का परिवार समाज के इस ऋण को कभी नहीं भुला सकता, ऐसा मेरा विश्वास है।

आप रोग मुक्त हो जाएं, परिवार के सुख दुःख में सहभागी रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है।

सादर,

आपका,

(नरेन्द्र मोदी)

পদ্ম চাষ করে স্বাবলম্বী রূপঙ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ আগস্ট।। ইচ্ছে থাকলে সবকিছু করাসম্ভব তা প্রমানিত করে দিলো শান্তির বাজার মহকুমার বগাফা কৃষিদপ্তরের অধীনে বেতাগা বাসুদেব দাস পাড়ার যুবক রূপঙ্কর দেবনাথ। লেখাপড়া করে চাকুরির আশায় বসেনা থেকে পদ্মফুল চাষে মনযোগ দিলো রূপঙ্কর দেবনাথ। যদিও কৃষিদপ্তরের কোনোপ্রকার সহযোগীতা ছাড়াই সে পদ্মফুল চাষ করেযাচ্ছে।

বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক রাজীব সেন ও দক্ষিন জেলার কৃষি দপ্তরের আধিকারিক সুমিত কুমার সাহা জানেননা বেতাগায় এইভাবে পদ্মফুলের চাষ হচ্ছে। উনারা সহযোগীতা দূরে থাক একবারের জন্যও কৃষক রূপঙ্করের সাথে যোগাযোগ করেনি। তারা হয়তোবা জানেননা উনাদের এলাকার যুবক এইধরনের সফলতা অর্জনকরেছে। সুমিত কুমার সাহার মূল লক্ষ কৃষক নয়। উনার মূললক্ষ্য কৃষকদের নিম্নমানের কৃষিজ যন্ত্রাংশ দিয়ে মূনাফা অর্জন করা এমনটাই অভিযোগ। অপরদিকে তত্বাবধায়ক রাজীব সেন ফান্ডনেই বলে অফিসকক্ষে বসে থাকতে ভালো পান।

অফিসের বাইরে বের হলে বালি ও কাঁদায় উনার চেহারার পরিবর্তন হয়েপরবে তাই ফান্ড নেই কাজ করতে পারছিনাবলে উনার দায়িত্ব খালাস করেদিয়ে বসেআছেন। অপরদিকে বেতাগায় কৃষি কার্য্যালয়ের অধীনথাকা কৃষিদপ্তরের কর্মী অজয়সেন কৃষকদের দেওয়া স্কীমের অর্থ নিজের কাছের লোকজনদের একাউন্টে দিয়ে সেখানথেকে অর্ধেক অর্থ নিজ পকেটে ভরেনিচ্ছে। প্রকৃত কৃষকরা অজয় সেনের জন্য সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চীত হতেহচ্ছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে। লোকগুঞ্জনে শুনাযায় এই বাঁকাপথে উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ রাজীব বাবু ও সুমিত বাবুর পকেটে যাচ্ছে। তাই বেতাগার যুবকের এই সাফল্য অজয় সেনের নজরেও যায়নি। সবকিছু মিলিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাউন্ট এলব্রুস জয়ে নজির গড়লেন রাজ্যের মেয়ে পিয়ালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের পর এবার এলব্রুস পর্বতশৃঙ্গ জয় রাজ্যের মেয়ে পিয়ালী দেবের। ত্রিপুরার প্রথম মহিলা পর্বতারোহী হিসেবে গত বছর অক্টোবর মাসে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন পিয়ালী দেব।

এবার ইউরোপের উচ্চতম এবং দুর্গমতম পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রুস জয় করে অনন্য নজির গড়লেন পিয়ালী। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাৎ ঃ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ আগষ্ট।। পোষ্ট অফিসের আধিকারিকের পরিচয় দিয়ে চাকরি দেওয়ার নাম করে দফায় দফায় টাকা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে ওই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিলোনীয়া থানাধীন সুকান্ত নগর এলাকার বাসিন্দা অজিত দেবনাথ (শ্রমিক)এবং তার মা দিপালী দেবনাথ অভিযোগে জানান, কলকাতার সৌরভ নামে এক ব্যাক্তি নিজেকে পোষ্ট অফিসের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে অজিত দেবনাথের স্ত্রী শিল্পী দেবনাথের মোবাইলে ফোন করে পোষ্ট অফিসে জিডিএসের চাকরি দেওয়ার নাম করে পাঁচ দফায় দফায় দুটি একাউন্টে ৫৬ হাজার ৪৭০ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। মঙ্গলবার আবার ১৮ হাজার ৪০০ টাকা দাবি করে প্রতারক সৌরভ বাবু নতুনভাবে আরেকটি একাউন্টে দেওয়ার জন্য। সৌরভ বাবুর বাড়ি নাকি কলকাতায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় গুরুতর এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট।। বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় আহত হলেন অপর এক বাইক চালক। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর বন্ধন ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায়। আহত বাইক চালকের নাম দিলীপ চৌধুরী, তার বাড়ি বিশালগড় মোড়াবাড়ি এলাকায়। ঘাতক বাইকের চালক সহ দুই বাইক আরোহী বাইক ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৬ আগস্ট, ২০২৫ ইং
২০ শ্রাবণ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সংকটে বাম-কংগ্রেস

নির্বাচন আসলেই বিজেপি বিরোধী জোট গঠনের তৎপরতা শুরু হইয়া যায়। কিন্তু জোটের অভ্যন্তরে বিরোধ বাধিয়া যাওয়ার কারণে ভোটের ফলাফলের সাফল্য পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। উপরন্ত এই জোট শাসক দল বিজেপির জন্য আশীর্বাদ হইয়া দাঁড়ায়। বিগত লোকসভা নির্বাচন এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের তাহা বারবার প্রমাণিত হইয়াছে। এবার ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনীয় নিজেদের মধ্যে জোট গঠনের অভ্যন্তরীণ প্রয়াস ইতিমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছে।

২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে দ্বিমুখী রাজনৈতিক সমীকরণ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এতে গভীর সংকটেই পড়িয়াছেন তৃতীয় পক্ষের লোকজন। পশ্চিমবঙ্গে ২০২১-এর তুলনায় আরও তীর হইতে চলিয়াছে মেরুকরণের রাজনীতি। সিপিএম, কংগ্রেস নেতৃত্বও এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গে প্রথমে রামনবমীর উন্মাদনা, তারপর মোদী সরকারের কেন্দ্রীয় ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন নিয়া মুসলিম বিক্ষোভে রাজ্যে ক্রমেই ধর্মীয় বিভাজন, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের সম্ভাবনা বাড়িতেছে।ভারত পাক সংঘর্ষের পরেও সুকৌশলে হিন্দু মেরুকরণের রাজনীতি জোরদার হইয়াছে। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপির রাজনৈতিক ও নির্বাচনী লাভের সম্ভাবনা বাড়িলেও, আরো শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে বামপন্থী ও অতি বামপন্থী দলগুলি। এমনটাই মনে করিতেছেন রাজনৈতিক মহল।২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও বামেরা ১১ শতাংশের কাছে ভোট পাওয়া। বামেদের ৬ শতাংশ ভোট প্রাপ্তিতেই বিজেপি ৭-৮ আসনে হারিয়া যায়। তৃতীয় পক্ষের জন্য প্রভুত রাজনৈতিক লাভ কুড়ায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমুল কংগ্রেস। এবার ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস, বাম ও অতি বামেদের আশঙ্কা রাজ্যে চলা প্রতিযোগিতামুলক সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিভাজন, বাঙালী প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের জোরালো সম্ভাবনার রাজনীতি দেখা যাইতেছে। তাহাতে তৃতীয় শিবিরের বাম-কংগ্রেস আরো ২ থেকে ৩ শতাংশ সমর্থকদের ভোট হয় তৃণমূল নয়তো বিজেপিতে চলিয়া যাইতে পারে। রাজনৈতিক মহল ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা তেমন সম্ভাবনা উড়াইয়ায়ে দিতেছেন না। ওয়াকফ কান্ড ও হিংসা-নাশকতার পর হিন্দুদের মধ্যে মেরুকরণের জোরালো চেষ্টা শুরু করিয়াছে আর এস এস-বিজেপি। অন্যদিকে তৃণমুল বিজেপির জুজু দেখাইয়া ৩১ শতাংশ মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করিতে চাইছেন। এতেই বিপাকে সি পি এম, কংগ্রেস থেকে তৃতীয় পক্ষ। আর এস এস ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে সাড়া রাজ্যে হিন্দু মেরুকরণের উদ্দেশ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। নানা বিশ্লেষণে কংগ্রেস-সি পি এম বামপন্থীদের ১১ শতাংশ ভোট আরো কমিবার সম্ভাবনা তীর হওয়ায় মহঃ সেলিম, অধীর চৌধুরীদের চিন্তাও বাড়িতেছে। হতাশা থেকে সেলিম রাজ্যে প্ররোচনা ছড়ানোর দায়ে শুভেন্দু অধিকারীর গ্রেপ্তারের দাবিতে বামপন্থী হিন্দুদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। গেরুয়া শিবির সেলিমকে তৃণমূলের এজেন্ট বলিতে শুরু করিয়াছেন। এর মধ্যে আবার নিষিদ্ধ সিমি, পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পি এফ আই) ও এস ডি পি আই-এর নাম চলতি রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার খবর উঠিয়া আসিয়াছে। বামপন্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা ও মেরুকরণ চিন্তা বাড়াইতেছে। অন্যদিকে নো ভোট টু বিজেপি প্রচারের প্রস্তুতিও চলিতেছে। বাম-অতিবাম যে কোন মূল্যে বিজেপিকে রুখিতে মরিয়া। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে আদৌ কি তাহাদের সেই প্রয়াস সফল হইবে। সেই দিনের অপেক্ষায় দেশবাসী।

সন্দীপন সংস্থার ৪১তম প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ আগস্ট: সন্দীপন সংস্থার ৪১তম প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সংঘটিত করা হয়। এ উপলক্ষে ঊনকোটি কলা ক্ষেত্রে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কৈলাসহরের প্রবাহমান সংস্কৃতি চর্চার উজ্জ্বল নিদর্শন সন্দীপন সংস্থার ৪১তম প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এরপর মূল অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়েছে স্থানীয় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রুপে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহরের পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন শ্রীমতি চপলা দেবরায়। উনাকে উত্তরীয়, ফুলের তোড়া ও গাছের চারা দিয়ে বরণ করা হয়।
এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করা হয়। ঐ সময় ছোট ছোট শিশুদের দ্বারা ৪১ টি মোমবাতি জ্বালানো হয় এবং কেক কাটা হয়। প্রবীণ সংগীতশিল্পী সুস্মিতা ধরকে সংবর্ধনা করা হয়েছে। সাহিত্যিক সমীর ভট্টাচার্য্যের রাগিনী দ্বিতীয় পর্ব উপন্যাসের মলাট উন্মোচন করা হয় শ্রীমতি চপলা দেবরায় এর হাত ধরে। সর্বশেষে সংস্থার শিল্পী-বৃন্দের গান ও নাচ পরিবেশন করা হয়।

মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষে মহিলা কমিশনের উদ্যোগে ১২০ জন মহিলাদের নিয়ে সেলাই প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট:রাজ্যের মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষে মহিলা কমিশনের কার্য্যালয়ে শুরু হয়েছে ১২০ জন মহিলাদের নিয়ে সেলাই প্রশিক্ষণ। ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে সমাজের অসহায় মহিলাদের আত্ম স্বরনির্ভর করার লক্ষ্যে সাতদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত করা হয় মহিলা কমিশনার অফিসে।
এই কর্মশালায় ১২০ জন মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং পরে আগস্ট মাসের ১৮ তারিখ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সবাইকে সেলাই মেশিন দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ঝরনা দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

কারিগরি শিক্ষায় জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অর্ধ দশক: সাফল্য, বাধা এবং এগিয়ে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গি'শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী কিশোর বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট:ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অডিটোরিয়ামে মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন। মঙ্গলবার নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অডিটোরিয়ামে টেকনিক্যাল খণ্ড ও ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ইউনিট, এবিআরএসএম, ত্রিপুরার (মহাবিদ্যালয় শিক্ষা) উদ্যোগে 'কারিগরি শিক্ষায় জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অর্ধ দশক: সাফল্য, বাধা এবং এগিয়ে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গি'শীর্ষকএক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত কর্মশালায় উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী কিশোর বর্মন। তাছাড়া সংগঠনের নেতৃত্ব সহ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন এদিনের এই সেমিনারে।

দ্বাপর যুগে শুরু হয়েছিল ঝুলনযাত্রা

গ্রাম বাংলায় শৈশবকালে গাছের শাখা জুড়ে দোলনা বেঁধে দোল খাওয়া সম্পর্কিত দোলনের স্মৃতি অনেকেরই হয়তো মনে আছে। বর্তমানেও শিশুদের বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জা করে সাজিয়ে রাখা দোলনায় এমন দোল খেতে দেখা যায়।

রাধা কৃষ্ণের ঝুলন যাত্রায় ভক্তিমূলক গান, নাচ, দোলনা সাজানো, সব মিলিয়ে এটি রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা সম্বন্ধীয় একটি বিশেষ উৎসব। হিন্দুদের এই বিশেষ উৎসবে ভারতের বিভিন্ন অংশের কৃষ্ণ মন্দিরে দেশ-বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থীদের আগমন ঘটে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার নবদ্বীপে ঝুলন উৎসব একটি বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। তাছাড়াও ভারতের বৃন্দাবন, মথুরা এবং ইস্কন মন্দিরে মহা সমারোহে এই ঝুলন উৎসব পালন করা হয়। বৃন্দাবনে রাধা ও কৃষ্ণর শৈশব-স্মৃতি, বিশেষ করে তাদের সখা ও সখীদের সাথে দোলনায় দোল খাওয়ার মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করেই দ্বাপরযুগে এই ঝুলন যাত্রা উৎসবের সূচনা করা হয়েছিল। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে মথুরা, বৃন্দাবন এবং মায়াপুরে উদযাপিত ঝুলন যাত্রা উৎসব সারা বিশ্বে সুখ্যাতি লাভ করেছে।

ঝুলন যাত্রার পৌরাণিক উৎস খুঁজে বের করতে গেলে দেখা যায় যে বৃন্দাবনে রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করেই এই ঝুলন উৎসবের সূচনা হয়। হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিশ্বাস করা হয় যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি নিজের বয়োঃবৃদ্ধির সাথে সাথে বৃন্দাবন তথা নন্দালয়ে নানা রকমের লীলাসাধন করেছিলেন।

কিশোর কৃষ্ণ আর রাধারানীর মাধুর্য্যপূর্ণ প্রেমের কাহিনি বৃন্দাবনে স্থাপিত হয়েছিল এবং তারই লীলাস্বরূপ বর্তমানের এই ঝুলনযাত্রা পালন করা হয়ে থাকে। ভক্তদের মত অনুযায়ী রাধা ও কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে তাদের বিশুদ্ধ প্রেমের আদান প্রদানের মাধ্যমে এই জগতে প্রথম প্রেমের অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এই লীলার নানা ধরনের রূপ এই ঝুলন-যাত্রার মাধ্যমে ভক্তকুলের সমক্ষে পরিবেশন করা হয়। দোলনা সাজিয়ে নিয়ে রাধা ও কৃষ্ণের মূর্তি তাতে স্থাপন করা হয় এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে দোলানো হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির রূপক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং রাধারানী তাঁর পরম ভক্তস্বরূপিনী রূপে পূজিত। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অষ্টপ্রহরের আট রকম লীলার কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে একটি হল দিব্যলীলা এবং এই ঝুলনযাত্রা উৎসব। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখী রাধারানী সহ অন্য অষ্টসখীর সাথে একত্রে বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে নৃত্য-গীত সহযোগে লীলায় মত্ত হয়েছিলেন এবং রাধার সঙ্গে দোলনায় ঝুলেছিলেন। রাধা কৃষ্ণের এই অষ্টসখীর নামগুলো পুরাণের বর্ণনায় পাওয়া যায় — চিত্রা, চম্পকলতা, বিশাখা, ইন্দুরেখা, তুঙ্গবিদ্যা, ললিতা, সুদেবী এবং রঙ্গদেবী। এই বিশেষ দিনে এক কদম গাছের শাখায় দোলনা বেঁধে নিয়ে সকল সখীরা মিলে রাধা-কৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা পালন করেছিলেন, এই রকমই বিশ্বাস করে থাকেন বৈষ্ণবেরা।

শাস্ত্র মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বারোটি পৃথক যাত্রা আছে, উল্লেখিত যাত্রাগুলির মধ্যে স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা ইত্যাদি ছাড়াও এই ঝুলনযাত্রার কথা বলা আছে, যা অতি বিখ্যাত এবং এই সকল যাত্রাগুলোকে যাদের একত্রে 'দ্বাদশযাত্রা' বলা হয়। তাছাড়াও ঝুলনলীলাকে অনেকে হিন্দোলনলীলাও বলে থাকেন। শাস্ত্র অনুসারে রাধা হলেন কৃষ্ণেরই একটি অংশ, বিশ্বাস অনুযায়ী কৃষ্ণের শরীরের বামভাগ থেকে রাধার জন্ম হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি ছিলেন কৃষ্ণের পরম ভক্তস্বরূপিণী, কৃষ্ণপ্রেমে তিনি মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিলেন, তাই তিনিই কৃষ্ণের পরম আরাধ্যা দেবী হিসেবে পরিচিত। তাই ভক্তরা মনে করেন যে কৃষ্ণকে পেতে হলে প্রথমে রাধার উপাসনা করা অবশ্যকর্তব্য। রাধার কৃপা যদি থাকে তবে অতি সহজেই কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। আবার পুরাণ অনুসারে রাধার শক্তিতেই কৃষ্ণ বলবান, তাই তারা এক ও অভিন্ন বলে ভক্তরা মনে করেন, বৈষ্ণব তত্ত্ব অনুযায়ী একে বলা হয় অদ্বৈত ভেদাভেদ। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমময় মূর্তিকে সুসজ্জিত দোলনায় স্থাপন করার পর মূর্তিযুগলকে ঝোলানোর মাধ্যমেই এই ঝুলন যাত্রার সার্থকতা, দীর্ঘ পাঁচদিন ধরে মন্দিরের অভ্যন্তরে ও চত্বরের দিক নানারকম সাজে সাজানো হয়, প্রেমভক্তি, ভক্তি নামগান, তথা বৃন্দাবনে তাঁদের বিশুদ্ধ প্রেমের বিভিন্ন পর্ব এবং অন্যান্য সমস্ত কিছু ঝুলন-যাত্রার মাধ্যমে ভক্তগণের সামনে পরিবেশন করা হয়।

ঝুলন-যাত্রা সম্পর্কে কোনও রকম ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় নি, তবে অনেকে মনে করে থাকেন যে দ্বাপর যুগে পৃথিবীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার উপস্থিতি ছিল। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে যুগ বিভাজন করার রীতিতে দ্বাপর যুগ হল তৃতীয় যুগ, ফলে ঝুলন যাত্রার সূত্রপাতও সেই সময়েই ঘটেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

রাধাকৃষ্ণকে হলুদ রঙের বস্ত্র দিয়ে সাজানো হয়। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই এই দিন উদযাপন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে ময়ূরের পালক এবং মুকুট দান করে থাকেন। এই দিনে পুজো করার সময় ঘিয়ের প্রদীপ অবশ্যই জ্বালতে হয়। তারপর পুজো শেষ করে গীতা পাঠ এবং গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হবে। তাছাড়া রাধাকৃষ্ণের চরণে তুলসীপাতা অর্পণ করা হয়। এই শুভ দিনে দরিদ্রদের উদ্দেশে দান করা উচিত। ভক্তরা বাড়িতে নারায়ণ সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। সকলে পুজোর সময় হলুদ বস্ত্র পরিধান করেন। বিশ্বাস অনুযায়ী পুজোর স্থানে এক টুকরো চন্দন রাখলে বাড়িতে শুভ শক্তি প্রবেশ করবে।

'ঝুলন' শব্দটি মূলত 'দোলনা' শব্দটি থেকে এসেছে। তাই রাধা-কৃষ্ণের ভক্তেবৃন্দ এই বিশেষ দিনটিতে দোলনা বিভিন্ন ফুল ও লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে যুগলবিগ্রহ স্থাপন করে মহা সাড়ম্বরে পুজো করেন। শুধু রাধা কৃষ্ণ মন্দির বা নির্দিষ্ট কিছু বনেদিবাড়িতেই নয়, বরং বহু হিন্দু বাড়িতে এই ঝুলন উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভক্তরা দোলনার ওপর দেব-দেবীকে বসিয়ে রেখে, চারপাশ নানা ধরনের মাটির পুতুল, ফুল, গাছপালা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয় ঝুলনের উৎসবে। ঝুলন যাত্রা মূলত রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার উপর ভিত্তি করেই উদযাপন করা হয়, কিভাবে কৃষ্ণ প্রেয়সী রাধা ও অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে মিলে কুঞ্জবনে রাসলীলা করতেন, পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার আলোয় ফুল দিয়ে সজ্জিত দোলনায় দোল খেয়ে নিয়ে বাঁশির সুরে সকলকে মাতোয়ারা করে দিতেন, এই নিয়েই নানা রকমের দৃশ্য বিভিন্ন স্থানে নাট্যরূপে ভক্তদের সামনে ঝুলনযাত্রার দিন তুলে ধরা হয়।

রাখীবন্ধন

রাখীবন্ধন উৎসব বা রাখীপূর্ণিমা ভারতীয় উপহাদেশের একটি উৎসব। এই উৎসব ভাই ও বোনের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের উৎসব। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখরা এই উৎসব পালন করে। এই দিন দিদি বা বোনেরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। এই রাখীটি ভাই বা দাদার প্রতি দিদি বা বোনের ভালবাসা ও ভাইয়ের মঙ্গলকামনা এবং দিদি বা বোনকে আজীবন রক্ষা করার ভাই বা দাদার শপথের প্রতীক। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব উদযাপিত হয়। (তবে আমাদের মনে রাখতে হবে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অনুষ্ঠানের পুনঃ সূচনা করেছিলেন বাংলার মানুষের মনে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে।)

অনুষ্ঠান-ঃ রাখীবন্ধন উৎসবের দিন দিদি বা বোনেরা তাদের ভাই বা দাদার হাতের কবজিতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। পরিবর্তে ভাই বোনকে উপহার দেয় এবং সারাজীবন তাকে রক্ষা করার শপথ নেয়। এরপর ভাই-বোন পরস্পরকে মিষ্টি খাওয়ায়। উত্তর ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সহোদর ভাইবোন ছাড়াও জ্ঞাতি ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যেও রাখীবন্ধন উৎসব প্রচলিত। অনাত্মীয় ছেলেকেও ভাই বা দাদা মনে করে রাখী পরানোর প্রচলন রয়েছে।

পৌরাণিক রাখীবন্ধন-ঃ মহাভারতে আছে, একটি যুদ্ধে কৃষ্ণের কবজিতে আঘাত লেগে রক্তপাত শুরু হলে পাণ্ডবদের স্ত্রী দ্রৌপদী তাঁর শাড়ির আঁচল খানিকটা ছিঁড়ে কৃষ্ণের হাতে বেঁধে দেন। এতে কৃষ্ণ অভিভূত হয়ে যান। দ্রৌপদী তাঁর অনাত্মীয়া হলেও, তিনি দ্রৌপদীকে নিজের বোন বলে ঘোষণা করেন এবং দ্রৌপদীকে এর প্রতিদান দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বহু বছর পরে, পাশাখেলায় কৌরবরা দ্রৌপদীকে অপমান করে তাঁর বস্ত্রহরণ করতে গেলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করে সেই প্রতিদান দেন। এইভাবেই রাখীবন্ধনের প্রচলন হয়।

বলিরাজা ও লক্ষ্মী-ঃ অন্য একটি গল্পে রয়েছে, দৈত্যরাজা বলি ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ছেড়ে বলির রাজ্য রক্ষা করতে চলে এসেছিলেন। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য এক সাধারণ মেয়ের ছদ্মবেশে বলিরাজের কাছে আসেন। লক্ষ্মী বলিকে বলেন, তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ। যতদিন না স্বামী ফিরে আসেন, ততদিন যেন বলি তাঁকে আশ্রয় দেন। বলিরাজা ছদ্মবেশী লক্ষ্মীকে আশ্রয় দিতে রাজি হন। শ্রাবণ পূর্ণিমা উৎসবে লক্ষ্মী বলিরাজার হাতে একটি রাখী বেঁধে দেন। বলিরাজা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে লক্ষ্মী আত্মপরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বলেন। এতে বলিরাজা মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। বলিরাজা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন। সেই থেকে শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথিটি বোনেরা রাখীবন্ধন হিসেবে পালন করে। **সন্তোষী মা**-ঃ বলিউডের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র জয় সন্তোষী মা-এ (১৯৭৫) রক্ষাবন্ধন সংক্রান্ত একটি গল্প বলা হয়েছে। রাখীবন্ধনের দিন গণেশের বোন গণেশের হাতে একটি রাখী বেঁধে দেন। এতে গণেশের দুই ছেলে শুভ ও লাভের হিংসে হয়। তাদের কোনো বোন ছিল না। তারা বাবার কাছে একটা বোনের বায়না ধরে। গণেশ তখন তাঁর দুই ছেলের সন্তোষ বিধানের জন্য দিব্য আগুন থেকে একটি কন্যার জন্ম দেন। এই দেবী হলেন গণেশের মেয়ে সন্তোষী

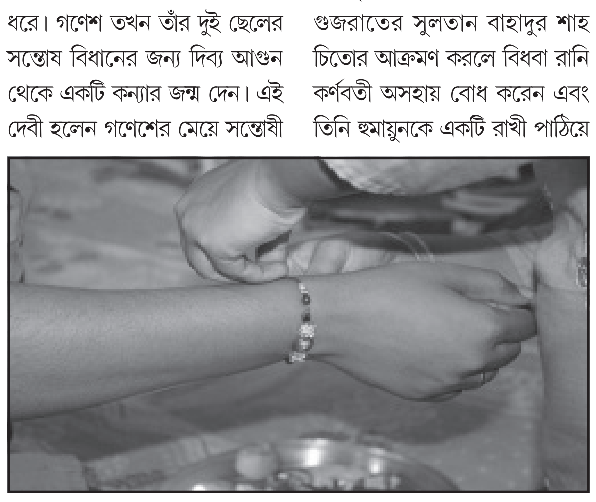

মা। সন্তোষী মা শুভ ও লাভের হাতে রাখী বেঁধে দেন।

ঐতিহাসিক রাখীবন্ধন-ঃ একটি কিংবদন্তি অনুযায়ী, ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহামতি আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করলে আলেকজান্ডারের স্ত্রী রোজানা রাজা পুরুকে একটি পবিত্র সুতো পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন আলেকজান্ডারের ক্ষতি না করার জন্য। পুরু ছিলেন কাটোচ রাজা। তিনি রাখীকে সম্মান করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিজে আলেকজান্ডারকে আঘাত করেননি।

রানি কর্ণবতী ও সম্রাট হুমায়ুন-ঃএকটি জনপ্রিয় গল্প অনুযায়ী, চিতোরের রানি কর্ণবতী ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে একটি রাখী পাঠান। গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করলে বিধবা রানি কর্ণবতী অসহায় বোধ করেন এবং তিনি হুমায়ুনকে একটি রাখী পাঠিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কর্ণবতীর রাখী প্রেরণে অভিভূত হয়ে হুমায়ুন চিতোর রক্ষা করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। তবে হুমায়ুনের সেনা পাঠাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাহাদুর শাহ রানির দুর্গ জয় করে নিয়েছিলেন। শোনা যায়, বাহাদুর শাহের সেনাবাহিনীর হাত থেকে সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য ১৫৩৫ সালের ৮ মার্চ রানি কর্ণবতী ১৩,০০০ পুরস্ত্রীকে নিয়ে জহর ব্রত পালন করে আগুনে আত্মাহুতি দেন। চিতোরে পৌঁছে হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে দুর্গ থেকে উৎখাত করেন এবং কর্ণবতীর ছেলে বিক্রমজিৎ সিংকে সিংহাসনে বসান। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে রাখী প্রেরণের কথা অবশ্য জানা যায় না। কোনো কোনো ঐতিহাসিক রাখী পাঠানোর গল্পটির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। তবে মধ্য-সপ্তদশ শতকের রাজস্থানী লোকগাথায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাখী বন্ধন-ঃ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখী বন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন। তিনি কলকাতা, ঢাকা ও সিলেট থেকে হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলিম ভাই ও বোনকে আহ্বান করেছিলেন একতার প্রতীক হিসাবে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করার জন্য। সেই সময় দেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা চরম পর্যায়ে ছিল। আমরা আজ ২২ আগস্ট ২০২১ সালে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করছি। কিন্তু ১০০ বছরেরও বেশি সময় আগে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা আনার জন্য রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হয়েছিল। উনিশ শতকে আমাদের বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম পর্যায়ে ছিল যা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে অপরিমিত ভয়ের কারণ। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় তারা বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করবে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ সহ গোটা ভারতের বিভিন্ন নেতা এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিল এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯০৫ সালের জুন মাসে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গভঙ্গ জন্য আইন পাশ করা হয়। এই আইন কার্যকরী হয় ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫। শ্রাবণ মাসে হিন্দু ভাইবোনদের মধ্যে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়ে তোলা এবং ব্রিটিশদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করার জন্য আহ্বান করেন। রবীন্দ্রনাথ এই দিনটির উদ্দেশে একটি গান লিখেছিলেন।

'বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার
বায়ু বাংলার ফল-
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ-
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন —
এক হউক, এক হউক,
এক হউক হে ভগবান।'

রাখীবন্ধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ
আরো দুটি গান রচনা করেছিলেন,
সে দু'টি গান হল -
জগতে আনন্দযজ্ঞে
আমার নিমন্ত্রণ এবং
প্রভু, আজি দক্ষিণ
হাত রেখো না ঢাকি ।

গঙ্গার উৎস সন্ধানে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

১. গঙ্গার উৎস সন্ধানে- কবি 'গঙ্গার উৎপত্তি' শীর্ষক কবিতায় দেখিয়েছেন কীভাবে হিমালয়ের গোমুখ থেকে গঙ্গা তার সহস্র তরঙ্গকে একত্রে মিলিয়ে উৎপন্ন হয়ে এসেছে। হরিদ্বারে কীভাবেই বা সমতলে পতিত হয়েছে সেই গঙ্গা। কবির কথায় গঙ্গার উৎপত্তি "ব্রহ্মা কমণ্ডলে/জাহ্নবী উথলে/ পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।" এই কমণ্ডলুতে কীভাবে জল এলো? কবি লিখলেন, "বিন্দু বিন্দু বারি/ পড়ে সারি সারি/ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী।" এই বারিরাশি গগনে গগনে গভীর গর্জন করে ভীম কোলাহলে মহাবেগে নেমে আসছে। নেমে আসছে রজত-কায়ায় বায়ু বিদারিত করে। যেখান থেকে এই বারিরাশি আছড়ে পড়ছে তা যেন ভূধর-শিখরের মুকুট; তা যেন সলিলরাশি সজ্জিত হিমানী-আবৃত হিমাদ্রি শির! তা যেন অনন্ত গগনে রজত-বরণ স্তম্ভ। এরই চারিদিকে স্তূপাকার ধবল ফেনা। এই গিরিচূড়ার চারিদিক আবৃত হয়ে আছে হিমানীর গুঁড়ো। হিমানী থেকে সলিলকণা খসে খসে পড়ছে। হিমাদ্রীতে বইছে এমন সহস্র ধারা। পাহাড়ে পাহাড়ে আছড়ে পড়ছে তারই তরঙ্গ। এই মহাবেগে ত্রিলোক আতঙ্কে কেঁপে উঠছে।

কবি হেমচন্দ্র লিখছেন, 'ছুটিল গর্বেতে/ গোমুখী পর্বতে/ তরঙ্গ সহস্র একত্রে মিলি।/ গভীর ডাকিয়া/ আকাশ ভাঙিয়া/ পড়িতে লাগিল পাষাণ ফেলি।" তারপর পালকের মতো পর্বত ছিঁড়ে, বাঁধ ভেঙে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, তরঙ্গ ছুটিয়ে, অসংখ্য কেশরী-নাদ ডেকে, বক্রাকার বেগে ধেয়ে আসছে স্রোতঃস্তম্ভ। যোজন অন্তর নীচে সেই জলস্তম্ভ পতিত হচ্ছে। তৈরী হচ্ছে সাদা ফেনরাশি। তার তরঙ্গ নির্গত জল প্রকৃতপক্ষে হিমানীর চূর্ণ, হিমরাশি আবৃত। গঙ্গার চিত্রিত রূপ যেন জলধনু। কবি লিখছেন, "শত শত ক্রোশ/জলের নির্ঘোষ/ দিবস রজনী করিছে ধ্বনি;/ অধীর হইয়া/ প্রতিধ্বনি দিয়া/পাষাণ খসিয়া পড়ে অমনি।"

এরপর দেখা যায় হরিদ্বারে নেমে এসেছে গঙ্গার বিমল ধারা; তার শ্বেত সুশীতল জল। পৃথিবী সেই পবিত্র জলে আনন্দে বিভোর। মর্তবাসী সেই পতিত পাবনীর জয়ধ্বনি দিচ্ছে, "অবনীমণ্ডলে/ সে পবিত্র জলে/ হইল সকলে আনন্দে ভোর;/জয় সনাতনী/ পতিত পাবনী/ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।"

২. গঙ্গার মূর্তি ভাবনা- রামনগরে কাশীরাজের ভবনে শ্বেত প্রস্তরনির্মিত গঙ্গার মূর্তি স্থাপিত আছে। এই মূর্তিটিকে বিষয়বস্তু করে হেমচন্দ্রের একটি কবিতা 'গঙ্গার মূর্তি'। সে মূর্তি শ্বেতবরণা, সে মূর্তি শ্বেতভূষণা। মূর্তির বদনমন্ডলে চন্দ্রবিভাস। দেবী শান্ত-নয়না, শান্ত -বদনা, প্রসাদ প্রতিমা। দেবীর ওষ্ঠ-অধরে হিঙ্গুল রাগ। তাঁর শঙ্খ লাঞ্ছিত শুভ্র কণ্ঠ। মূর্তির চতুর্ভুজ এইরকম, "দক্ষিণ বামেতে/উর্ধ দ্বিভুজ/স্বর্ণ কমল তায়,/অধঃ দুই ভুজে/দক্ষিণ বামেতে/করতলে ধৃত বর অভয়।" দেবীর চরণ- প্রতিমা রক্ত-রাজীবের মত। দেবী শুভ্র মকরে আসীনা, "রক্ত-রাজীব/ চরণ- প্রতিমা/ শুভ্র মকরে আসীনা সুখে,/ শান্ত-নয়না/ শান্ত-বদনা/ প্রসাদ-প্রতিমা শরীরে মুখে!"

এরপরই প্রশ্ন তুলেছেন কবি। দেবী কী এই মর-ভবনে বসে আমাদের অভয় বর দেবেন? দেবী কী জীয়ন্ত-জীবনে আমাদের পরাণের জ্বালা জুড়াতে পারবেন? মানুষের ব্যথা কী তার হৃদিতেও ব্যথা জাগাবে? যদি জাগিয়েই থাকে, তবে তার এত প্রশান্ত মুখ কেন? মানুষের কলুষে তাপিত দুখ কী দেবতার পরাণে প্রবেশ করবে? শমন ডাকবার আগেই, পরাণ-পাখী উড়বার আগেই কবি জানতে চাইছেন দেবী মূর্তির কাছে, কীভাবে পাপের পীড়নের পরেও ধরাতে রয়েছেন তিনি! কিন্তু তবুও দেবী নিদয়, নিরুত্তর, মৌন, পাষাণ, অসাড়, অচেতন।

কবি বলছেন, যদি তিনি মৃতই হবেন, তবে তার মুখমন্ডলে কেন এত লাবণ্য? কেন জীবন-চন্দ্রমা? কেন সর্ব অঙ্গে রাকা? হতাশ কবি তাই লিখছেন, "হায় রে পাষাণী,/পারিতাম যদি/দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ,/জানিতে তা হ'লে/এ ভবমণ্ডলে/কিবা সে পার্থিব মানব-রাজ!"

৩. গঙ্গার প্রবাহ- 'গঙ্গা' কবিতায় হেমচন্দ্র এক জীবনগঙ্গার চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। গঙ্গার বয়ে চলার পথে নানান উদ্ভিদ বৈচিত্র্য, নানান প্রাণিবৈচিত্র। "শাল, পিয়াল, তাল,/তমাল, তরু, রসাল,/ ব্রততী --- বল্লরী-জটা-/ সুলোল- ঝালর- ঘটা"। জলে পানিবক, মীনরাশি। জলের কোলে শঙ্খ, শুক্তি নিয়ে বেগবতী এই গঙ্গা। গঙ্গা প্রবাহ পথে শশধর-জ্যোৎস্নায় স্নাত হয়। চারিদিকে পরিমল, বায়ুগন্ধ।

গঙ্গার বিস্তৃত ধারার সঙ্গে ধরণীও যেন দুধারে নিবিড় রঙ্গে চলেছে। প্রফুল্ল করেছে নানান উদ্ভিদ ও কৃষিক্ষেত্র। ঘাটে ঘাটে ফুল ফোটে "বট, বেল, নারিকেল,/শালি- শ্যামা- ইক্ষু --- মেল,/অরণ্য, নগর, মাঠ, /গবাদি -রাখাল- নাট"। গঙ্গার প্রবাহের পথে হর্মপটের মত মন্দির-দেউল-মঠ। গঙ্গার প্রবাহে নগর পল্লীর সুখ। ধবল ধীর তরঙ্গস্রোতে ভেসে চলে বাণিজ্য-বেসাতি-পোত। গঙ্গার বুকে খেলা করে তরি- ডিঙ্গা-ডোঙ্গা- ভেলা। কবি লক্ষ্য করেছেন তবুও কোথায় যেন মহাভারতের সঙ্গে বঙ্গ চিত্রের প্রভেদ। যেখানে কবি বলছেন, "পবিত্র তোমার জল,/পবিত্র ভারত-তল;/সর্ব দুঃখবিনাশিনী, /সর্ব পাপসংহারিণী"; যেখানে তাঁর কাব্যে গঙ্গা পতিতপাবনী, পুণ্যতোয়া, বিষ্ণুপদী; যেখানে গঙ্গার তিলোদক অমৃত বলে গায়ে ঢাললে দেহাঞ্জন মুক্ত হয়, মুক্ত হয় সর্বপাপ; যেখানে গঙ্গা ত্যাগ-শিক্ষা-পুণ্যফলের কথা বলে; যে গঙ্গার পরহিত- চিন্তা-ব্রত; সেই গঙ্গাই যখন বঙ্গপথে বয়ে চলে, তখন তাঁর নরনারী যেন জীবন-সঙ্গীত-হীন! "জীবন- সঙ্গীত-হীন নরনারী বঙ্গে!/ সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে গঙ্গে?" কবি আশা প্রকাশ করে বলেছেন বঙ্গের চিন্তার সদর্থক ধারা যেন গঙ্গার ধারার সঙ্গেই প্রবাহিত হয়! ঘুচে যায় এই বঙ্গ-চিত্তের কারা। গঙ্গার প্রবাহে যে সামগ্রিক জীবের বসবাস, তাদের যেন দেবী উদ্ধার করেন! "বঙ্গের চিন্তার ধারা, ঘুচুক চিত্তের কারা/ উদ্ধার-উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে!/ কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী/ গঙ্গে?"

সৌজন্যে বার্তা টুডে

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মুজাফফর আহমেদের জন্মজয়ন্তীতে সিপিএম'র শ্রদ্ধা। ছবি নিজস্ব।

"অপারেশন নাগিনী"-তে কুপওয়াড়ায় জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস বিপুল অস্ত্র উদ্ধার জম্মু-কাশ্মীরে সেনার বড়সড় সাফল্য

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট : জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়াড়া জেলায় 'অপারেশন নাগিনী' নামে একটি তীব্র সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী এক জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিল। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক। এই তিনদিন ব্যাপী যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়েছে সেনা, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষা বাহিনী বিএসএফ-এর সমন্বয়ে।

চিনার কর্পসের তরফে জানানো হয়েছে, কুপওয়াড়ার কালারুস এলাকায় এই জঙ্গি ঘাঁটি লুকিয়ে রাখা ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। অভিযানে একটি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ১২টি হ্যান্ড গ্রেনেড, গুলি এবং অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘাঁটি থেকে জঙ্গিরা স্থানীয় ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হামলা চালানোর ছক কষছিল বলেও প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ৫ আগস্ট ২০১৯-এ জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়। সেই ঘটনার বর্ষপূর্তি ঘিরে উপত্যকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকা এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের কিছু অঞ্চলকে রাখা হয়েছে বাড়তি নজরদারির আওতায়।

এই পরিস্থিতিতেই 'অপারেশন নাগিনী' চালিয়ে জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিল সেনা। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, এই অভিযানের সময়সীমা এবং তার সময়কাল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেনাবাহিনী আগেই সতর্ক করেছিল, ৩৭০ ধারা বিলোপের বার্ষিকীতে জঙ্গিরা নাশকতা ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে। সেনাবাহিনী আগেই সতর্ক করেছিল, ৩৭০ ধারা বিলোপের বার্ষিকীতে জঙ্গিরা নাশকতা ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে।

এদিকে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার আখল দেবসর এলাকায় আরও একটি পৃথক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সেখানে ৫ দিন ধরে চলছে তল্লাশি ও গুলি বিনিময়। এখনও পর্যন্ত একজন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই এলাকায় আরও জঙ্গিরা লুকিয়ে থাকতে পারে, যার ফলে অভিযান আপাতত স্থগিত নয়।

এই অভিযানের আগেই সেনা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ বাহিনী সীমান্ত এলাকায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছে। ৩০ জুলাই, জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর 'অপারেশন শিবশক্তি'-তে দু'জন অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিকে খতম করে সেনা। এর পাশাপাশি, 'অপারেশন মহাদেব'-এ লস্কর-ই-তইবা-র শীর্ষ কমান্ডার সুলেমান-সহ আরও দু'জন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে, যারা পহেলগাম হামলার অন্যতম মূলচক্রী ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে এই সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন।

চিনার কর্পস এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, "এই অভিযানগুলি প্রমাণ করে যে জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি কার্যকলাপ এখনো পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। পাকিস্তান-সমর্থিত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি এখনও উপত্যকায় অশান্তি ছড়াতে চাইছে। তবে সেনা, পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে যেভাবে কাজ করছে, তাতে এই জঙ্গি কার্যকলাপকে কার্যত শিকড় থেকে উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বজায় রাখতে সেনাবাহিনী সর্বদা প্রস্তুত। ভবিষ্যতেও এমন অভিযান চালানো হবে।"সাম্প্রতিক সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হলেও সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি কার্যকলাপের ঝুঁকি রয়ে গিয়েছে। কেন্দ্র সরকার ও সেনাবাহিনী এই নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক। 'অপারেশন নাগিনী'-র মতো সফল অভিযানের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ভারতীয় সেনা জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি-মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

উত্তরাখণ্ডে অবৈধ কার্ডের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান দেহরাদুনে ভারী বৃষ্টির সতর্কতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

দেহরাদুন, ৫ আগস্ট : উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অবৈধভাবে রেশন কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, আয়ুষ্মান কার্ড এবং অন্যান্য সরকারি পরিচয়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ভুয়া কার্ড তৈরি ও সরবরাহে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশনার ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক পরিমাণে অবৈধ কার্ড বাতিল করা হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের পৌড়ি জেলায় ৯৬১টি অবৈধ রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে। বাগেশ্বর জেলায় এই সংখ্যা ৫৩০৭ এবং ডেহরাদুন জেলায় ৩৩৩২ কার্ড বাতিল করা হয়েছে। জেলা শাসকগণ সচেতনতার সঙ্গে যাচাই অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে প্রকৃত উপভোক্তারা সরকারী সুবিধা পেতে পারেন এবং কার্ডের অনিয়ম বন্ধ হয়।মুখ্যমন্ত্রী ধামি এই প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, "রেশন কার্ডধারীদের সঠিক শনাক্তকরণ খুবই জরুরি যাতে প্রকৃত দারিদ্র্যের মানুষেরা সরকারী রেশন সুবিধা পেতে পারেন। ভুয়া কার্ড থাকার ফলে প্রকৃত উপভোক্তারা বঞ্চিত হচ্ছেন, যা আমরা বরদাস্ত করব না।"

রাজ্য জুড়ে রেশন কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার আইডি ও আয়ুষ্মান কার্ডের ব্যাপক যাচাই অভিযান চলছে। প্রতিটি জেলা শাসককে এই উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সরকারি পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেকোনো অনিয়ম ধরা পড়লে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই অভিযান চলাকালীন কার্ডধারীদের তথ্যের যাচাই-বাছাই, পরিবারের সদস্য তালিকা পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্রের পুনঃনিরীক্ষা করা হচ্ছে।অন্যদিকে, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর ও জাতীয় দুর্যোগ সতর্কতা পোর্টালের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ডেহরাদুন জেলায় আগামী ৩ আগস্ট সন্ধ্যা থেকে ভারী থেকে অতিভারি বৃষ্টিপাত শুরু হতে পারে। বজ্রপাত, বজ্রঝড় এবং ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আইএমডি আগামী তিন দিনের জন্য ডেহরাদুন, নাইনিতাল, চম্পাবত, বাগেশ্বর, পৌড়ি গাড়োয়াল ও উদম সিং নগর জেলায় 'কমলা সতর্কতা' জারি করেছে।

এই পরিস্থিতিতে দেহরাদুন জেলা প্রশাসন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। দুর্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করা হয়েছে এবং সাধারণ জনসাধারণকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আবহাওয়া সতর্কতা মাথায় রেখে দেহরাদুন জেলা প্রশাসন ঘোষণা করেছে, ৪ আগস্ট থেকে ১২ শ্রেণি পর্যন্ত সব স্কুল এবং আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রসমূহ বন্ধ থাকবে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "যেকোনো জরুরি পরিস্থিতির জন্য সাধারণ মানুষ স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন। এছাড়া বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।"আগামী আবহাওয়া ও রাজ্যের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে তদারকি করতে মুখ্যমন্ত্রী ধামি জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনা করেছেন। বৈঠকে দুর্গত এলাকায় দ্রুত সাহায্য পৌঁছে দেওয়া এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসনের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সরকার সব সময় রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণে অঙ্গীকারবদ্ধ। আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করছি।"উত্তরাখণ্ডে অবৈধ কার্ড বাতিলের মাধ্যমে স্বচ্ছতা আনার পাশাপাশি প্রকৃত সুবিধাভোগীদের জন্য সরকারি যোজনার আওতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে। একদিকে যেমন প্রশাসনিক দিক থেকে কঠোর মনোভাব নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে দুর্গত এলাকা সুরক্ষায় রাজ্য সরকার সবরকম প্রস্তুতিতে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, রাজ্যের শাসকদল সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় এবং সুশাসনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

'আমাদের পাশে ব্রিকস সহযোগীরা আছে' ট্রাম্পের শুল্ক হুমকির জবাবে মস্কোর তীব্র প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার

মস্কো, ৫ আগস্ট: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি যে নতুন শুল্ক নীতি ঘোষণা করেছেন, তার তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়েছে রাশিয়া। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা সোমবার এক বিবৃতিতে বলেন, ওয়াশিংটন এখনো "নব্য-ঔপনিবেশিক" মনোভাব ত্যাগ করতে পারেনি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন দেশকে বাধ্য করার চেষ্টা করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "আমরা ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতে বিশ্বাস করি, এবং কোনও শুল্ক যুদ্ধ কিংবা নিষেধাজ্ঞা তা থামাতে পারবে না।"

জাখারোভা জানান, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে যে বহুপাক্ষিক শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে, তা এক ধরনের আধিপত্যবাদী মনোভাবের প্রতিফলন। তিনি বলেন, "আজকের যুগে যখন বিশ্ব একটি বহু-মেরুকেন্দ্রিক কাঠামোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন ওয়াশিংটনের একক আধিপত্যের ভাবনা একটি অচল দৃষ্টিভঙ্গি। তারা যেসব দেশ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করছে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা, শুল্ক এবং অর্থনৈতিক বাধার মাধ্যমে চাপে রাখার চেষ্টা করছে। এটা কেবল বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি নয়, বরং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।'সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি তার নির্বাচনী প্রচারের সময় এক বিবৃতিতে জানান, তিনি ক্ষমতায় ফিরলে একাধিক দেশের ওপর "ব্যাপক হারে" নতুন আমদানি শুল্ক আরোপ করবেন। এর মধ্যে ভারত, চীন, ব্রাজিলসহ বেশ কয়েকটি দেশ রয়েছে যারা রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে বা বাড়িয়েছে।

বিশেষভাবে ভারতকে লক্ষ্য করে ট্রাম্প বলেন, "ভারত রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণে তেল কিনছে এবং পরে তা প্রক্রিয়াজাত করে খোলা বাজারে বিক্রি করছেএতে তারা বড় মুনাফা করছে। অথচ তারা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্ক ছাড়ে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া উচিত।"

ট্রাম্পের এই বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতও। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর পশ্চিমা বিশ্ব যখন রাশিয়ার জ্বালানি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, তখন আমেরিকাই প্রথম ভারতকে রাশিয়া থেকে তেল আমদানির জন্য উৎসাহ দিয়েছিল।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, "ভারতের তেল আমদানি একটি বাস্তবতা, বৈশ্বিক বাজার পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা। এ বিষয়ে যারা ভারতকে সমালোচনা করছে, তারা নিজেরাই রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখেছেযা কোনো প্রয়োজনে বাধ্যতামূলক নয়। এটি দ্বিচারিতা ছাড়া কিছু নয়।"রাশিয়া জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা নীতির বিরুদ্ধে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে প্রস্তুত। জাখারোভা বলেন, "আমরা ব্রিকস সহযোগীদের সাথে সম্পর্ক জোরদারে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে একটি সত্যিকার অর্থে বহুপাক্ষিক ও ন্যায়সংগত বিশ্বব্যবস্থা গঠন।"ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে গঠিত ব্রিকস জোটটি ২০২৪ সালে প্রসারিত হয়। নতুন সদস্য হিসেবে মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত যোগ দেয়। আর ২০২৫ সালের শুরুতে ইন্দোনেশিয়াও সদস্যপদ লাভ করে।জাখারোভা বলেন, "এই সম্প্রসারণ প্রমাণ করে যে বিশ্ব এখন একমুখী আধিপত্য থেকে বেরিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বহুপাক্ষিক কাঠামোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞার নীতি সরাসরি এসব দেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।"

তিনি আরও বলেন, "যে সমস্ত পশ্চিমা দেশ এক সময় মুক্তবাজার ও অবাধ বাণিজ্যের আদর্শ প্রচার করত, এখন তারাই রাজনৈতিক কারণে শুল্ক বাড়িয়ে যাচ্ছে। এটা নিছক সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রতিফলন এবং এতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।"

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ট্রাম্প আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে বিশ্ববাণিজ্য আরও সংকটে পড়বে। তার আগের মেয়াদেও চীন, ইউরোপ, এমনকি কানাডার সঙ্গেও বাণিজ্য যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ড. অভিজিৎ চৌধুরী বলেন, "রাশিয়া এবং ভারতসহ ব্রিকস দেশগুলো একযোগে যদি এই ধরনের একতরফা বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তা কৌশলগতভাবে চাপ সৃষ্টি করবে। ট্রাম্পের নীতি স্বল্পমেয়াদে মার্কিন অভ্যন্তরীণ বাজারকে রক্ষা করলেও দীর্ঘমেয়াদে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।"

মণিপুরে নিরাপত্তা অভিযান: জঙ্গি গ্রেফতার ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

ইম্ফল, ৫ আগস্ট:মণিপুর রাজ্যে চলমান উত্তেজনা ও নিরাপত্তা সংকটের প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা বাহিনী আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই প্রেক্ষিতে ৪ আগস্ট থৌবাল জেলার হাওখা মানিং লেইকাই এলাকা থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন পিপল'স রেভল্যুশনারি পার্টি অফ কাংলাইপাক-এর একজন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম পাঙ্গামবম কেপ্টেন সিং ওরফে সচিকান্ত (৫১)। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই প্রেপাক-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে। তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয় এবং তাঁর কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন, একটি সিম কার্ড এবং একটি আধার কার্ড জব্দ করা হয়েছে। এই গ্রেফতারকে নিরাপত্তা বাহিনী একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে, কারণ জঙ্গি সংগঠনগুলোর সক্রিয় কার্যকলাপ সম্প্রতি রাজ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি করছে।নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ ট্রাফিক আইন বাস্তবায়নেও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। ৩ আগস্ট পুলিশ তিনটি যানবাহন আটক করে যেগুলোর কোনো রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা নম্বর প্লেট ছিল না। এ ছাড়াও, মোট ১৮টি গাড়ি থেকে অবৈধভাবে লাগানো টিন্টেড ফিল্ম (কালো কাচ) সরানো হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় চালানো এই তল্লাশি অভিযান চলমান থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।র্তমান পরিস্থিতিতে মণিপুরের বেশ কয়েকটি জেলা, বিশেষ করে প্রান্তিক ও সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা বাহিনী এলাকা দখল ও সার্চ অপারেশন পরিচালনা করছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের অভিযান জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।অপরদিকে, জাতীয় সড়ক ৩৭-এ ৪১৭টি গাড়ির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও ওষুধপত্র পরিবহন নিশ্চিত করতে কনভয় মোতায়েন করা হয়েছে। বিশেষ করে যেসব অঞ্চলকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।রাজ্য জুড়ে নিরাপত্তা তদারকি আরও জোরদার করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাহাড়ি ও সমতল উভয় জেলাতেই মোট ১১১টি চেকপয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে।

অনীল আম্বানির বিরুদ্ধে ১৭,০০০ কোটির ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে তদন্তে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট : মঙ্গলবার সকালে নয়াদিল্লিতে রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অনীল আম্বানিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অভিযোগ, ইয়েস ব্যাংকসহ একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংক থেকে নেওয়া বিপুল অঙ্কের ঋণ ভুলভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি ও তার সংস্থাগুলি। শুধুমাত্র ইয়েস ব্যাংক থেকেই ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে নেওয়া ৩,০০০ কোটির ঋণ বেআইনিভাবে অন্যান্য সংস্থায় স্থানান্তর করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

ইডি সূত্র জানিয়েছে, রিলায়েন্স হাউজিং ফিনান্স ও রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস-সহ অনীল আম্বানির মালিকানাধীন একাধিক কোম্পানির বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত প্রতারণার চক্রান্তের অভিযোগ উঠেছে। সংস্থাগুলি দুর্বল আর্থিক প্রোফাইল থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে, একই পরিচালকের নামে একাধিক কোম্পানি খোলা হয়েছে, শেল কোম্পানির মাধ্যমে টাকা ঘুরপথে সরানো হয়েছে এবং জাল গ্যারান্টির সাহায্যে নতুন ঋণ নেওয়া হয়েছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই ঋণ অনুমোদনের আগেই টাকা ছাড় হয়ে গেছে বলে ইডি-এর দাবি।

ইতিমধ্যেই তদন্তে বেশ কিছু আপত্তিকর নথি ও ডিজিটাল প্রমাণ হাতে এসেছে বলে জানিয়েছে সংস্থা।৫০টিরও বেশি কোম্পানির নথি, ৩৫টি স্থানে তল্লাশি এবং অন্তত ২৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর এই তথ্য উঠে এসেছে। ইডি আরও জানিয়েছে, একাধিক ব্যাংকের কাছে অনীল আম্বানির সংস্থাগুলিকে দেওয়া ঋণের অনুমোদন প্রক্রিয়া, গ্যারান্টি, ডিফল্ট ও ঋণ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে।এই মামলায় পার্থ সারথি বিশ্বাস নামে একজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বিসওয়াল ট্রেডলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ৬৮ কোটির জাল ব্যাংক গ্যারান্টির মামলায় ধরা পড়েছেন। এছাড়াও, রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস-এর বিরুদ্ধে আরও একটি বড় প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে, যার পরিমাণ ১৪,০০০ কোটি। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এই ঋণ অ্যাকাউন্টকে 'ফ্রড' হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং সিবিআইকে রিপোর্ট পাঠানোর কথা ভাবছে।

এসবিআই জানিয়েছে, রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস একাধিক গ্রুপ কোম্পানির মাধ্যমে টাকা ঘুরিয়ে ব্যবহারের মাধ্যমে হিসেব গোপন করেছে এবং বইপত্রে অনিয়ম করেছে। তারা বলছে, ঋণের অর্থ নির্ধারিত খাতে ব্যবহার না করে একটি জটিল ফান্ড মুভমেন্ট চক্র তৈরি করা হয়েছে। অনীল আম্বানির আইনজীবীরা এই অভিযোগকে 'একতরফা সিদ্ধান্ত' বলে অভিহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন, তিনি এই অভিযোগে 'বিস্মিত' হয়েছেন।

অনীল আম্বানির বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা তদন্তাধীন, যেখানে কানারা ব্যাংকের সঙ্গে ১,০৫০ কোটির প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে, বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবী জানিয়েছে, অনীল আম্বানি ও রিলায়েন্স হোম ফিনান্স-এর শীর্ষ কর্মকর্তারা মিলে ৫,০০০ কোটিরও বেশি টাকা আত্মসাৎ করেছেন, যা 'ঋণ' দেখিয়ে ঘনিষ্ঠ সংস্থায় স্থানান্তর করা হয়েছে। সেবী এই মামলায় অনীল আম্বানিকে ২৫ কোটির জরিমানা এবং সংস্থাকে ৬ লাখ জরিমানা করেছে।এক সময় বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের তালিকায় থাকা অনীল আম্বানির সাম্রাজ্য এখন বিভিন্ন প্রতারণা, ঋণ খেলাপি এবং আর্থিক অনিয়মের কারণে ভেঙে পড়েছে। বর্তমানে ইডি, সিবিআই ও সেবী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় সংস্থা একযোগে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। এই মামলার পরবর্তী অগ্রগতি দেশের আর্থিক ও শিল্পক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

লালকেল্লার নিরাপত্তা প্রস্তুতির মাঝেই ৫ বাংলাদেশি নাগরিক আটক, তদন্ত শেষে দেশে ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট: ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় যখন কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে পাঁচজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। সোমবার (৪ আগস্ট) ঘটনাটি ঘটেছে লালকেল্লার প্রবেশদ্বারের কাছে, যখন ওই পাঁচ যুবক বিনা অনুমতিতে এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ।

উত্তর দিল্লির ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (ডিসিপি) রাজা বন্থিয়া সাংবাদিকদের জানান, আটককৃত ব্যক্তিদের বয়স ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। নিরাপত্তা বাহিনী সন্দেহজনকভাবে তাদের ঘোরাফেরা করতে দেখে থামায় এবং জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা কেউই লালকেল্লায় প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ পাস দেখাতে পারেননি।জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জানতে পারে, ওই পাঁচজন যুবক কয়েক মাস আগে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছেন এবং দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। তারা জানান, তারা কেবলমাত্র লালকেল্লা দেখতে গিয়েছিলেন এবং জানতেন না যে ১৫ জুলাই থেকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লালকেল্লা সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ডিসিপি রাজা বন্থিয়া বলেন, "তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশি পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে তাদের উদ্দেশ্য ও পেছনের কোনো ষড়যন্ত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর আপাতত তাদের বিরুদ্ধে কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।"ঘটনার পরই বিষয়টি ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস-এ জানানো হয়েছে এবং বৈধ কাগজপত্র না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর (ডিপোর্টেশনের) প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।এদিকে, একই দিনে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে লালকেল্লায় দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল একটি নিরাপত্তা মহড়া (মক ড্রিল) চালায়। ওই মহড়ায় স্পেশাল সেলের সদস্যরা একটি ডামি বোমা নিয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হন, যা পরবর্তীতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড় ফাঁকফোকর হিসেবে চিহ্নিত হয়। ঘটনাটির পরপরই সাতজন পুলিশ কর্মীকে গাফিলতির অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, স্বাধীনতা দিবসের আগে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে নিরাপত্তা মহড়া চালানো হচ্ছে যাতে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকি মোকাবিলা করা যায়। এই মহড়া থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরের মতো এবছরও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। এ উপলক্ষে গোটা এলাকা নিরাপত্তার চাদরে মোড়া হয়েছে। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে চলছে কড়া নজরদারি ও নজরদারি ড্রোন তৎপরতা।এমন পরিস্থিতিতে পাঁচ বিদেশি নাগরিকের লালকেল্লার প্রবেশের চেষ্টাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখনো ঘটনাটি ঘিরে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

টাইলস ঝকঝকে করার কিছু টিপস

দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণে টাইলস বিবর্ণ হয়ে যায়। হাজার চেষ্টা করেও ফিরে আসে না সেই ঝকঝকে ব্যাপারটা। নিয়মিত ব্যবহারের কারণে হলুদাভ হয়ে যেতে পারে টাইলস। অনেক সময় টাইলসের মাঝের অংশে জমে থাকে ময়লা যা সহজে দূর করা যায় না। জেনে নিন টাইলস ঝকঝকে করার কিছু টিপস।

কটা মাঝারি সাইজের স্পঞ্জ নিন। সেই স্পঞ্জ ভিনেগারে ভিজিয়ে ভালোভাবে মুছে ফেলুন টাইলস। এভাবেই কিছুক্ষণ রেখে দিন। তারপর একটি ভেজা কাপড় দিয়ে ঘরের মেঝে মুছে নিলেই দেখবেন ঝকঝকে হবে মেঝে বা টাইলস। সপ্তাহে একদিন লিকুইড ক্লিনার ও ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করুন টাইলস। ক্লিনার দিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে এরপর ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করবেন। ঘরের টাইলসের দাগ দূর করতে বেকিং সোডাও ব্যবহার করতে পারেন। টাইলস বা মেঝেতে যেখানে দাগ রয়েছে, সেখানে ভালো করে বেকিং সোডা লাগিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ রেখে ভেজা কাপড়ে মুছে নিলেই দেখবেন ঝকঝকে হয়ে উঠবে মেঝে। রাতে ঘুমানোর আগে টাইলসের উপর লবণ ছিটিয়ে দিন। পরদিন ব্রাশ দিয়ে স্ক্রাব করে পরিষ্কার করে ফেলুন।

বাথরুমের টাইলস উজ্জ্বল করতে লেবুর রস ব্যবহার করতে পারেন। একটি স্প্রে বোতলে লেবুর রস নিয়ে সরাসরি টাইলসের ওপর রস স্প্রে করুন। তারপর একটি ভেজা ব্রাশ বা ফোমের স্পঞ্জ দিয়ে মুছুন। সরাসরি লেবুর রসে ডুবিয়েও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া বেকিং সোডা পাতলা করে ছিটিয়ে লেবুর রস দিয়ে পরিষ্কার করলেও দ্রুত পরিষ্কার হবে টাইলস।

কাঠবাদামের ক্ষীর

বাঙালির মিষ্টি প্রেম চিরন্তন। উৎসব-অনুষ্ঠানে হোক কিংবা মনখারাপ মিষ্টিতেই লুকিয়ে আছে ভাল থাকার মন্ত্র। তবে শরীরের কথাও তো ভাবতে হবে। ইদানীং অনেকেই ডায়াবিটিসে ভুগছেন। ফলে মিষ্টি খাওয়া একেবারে বন্ধ। তবু মিষ্টি খেতে যাঁরা ভালবাসেন, সে স্বাদ ভুলে থাকা সম্ভব নয়। অনেকেই কৃত্রিম চিনি দিয়ে তৈরি মিষ্টি খান।

তবে দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে! তবে স্বাস্থ্যকর মিষ্টিও কিন্তু আছে। কাঠবাদাম দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন ক্ষীর। স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের একসঙ্গে খেয়াল রাখতে দারুণ বিকল্প এই মিষ্টি। রইল প্রণালী। উপকরণ: খোসা ছাড়ানো কাঠবাদাম: ১/২ কাপ ঘি: ১ চামচ দুধ: ১ কাপ

এলাচগুঁড়ো: ৪ চামচ

চিনি: ৪ চামচ (স্বাদ অনুযায়ী পরিমাণ বাড়ানো কমানো যেতে পারে)

কেশর: ৩/৪ চামচ

প্রণালী:

ছাড়ানো কাঠবাদামগুলি জল দিয়ে ভাল করে পিষে নিন। কড়াইয়ে ঘি গরম করতে দিন। গরম হয়ে এলে বেটে নেওয়া কাঠবাদাম কড়াইতে ঢেলে দিন। বাদামি রং না আসা পর্যন্ত নাড়তে থাকুন।

কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করার পরে তাতে দুধ ঢেলে দিন। কাঠবাদাম বাটা সিদ্ধ না হওয়া না পর্যন্ত কড়া আঁচে নাড়তে থাকুন।

মিশ্রণটি সিদ্ধ হয়ে এলে আঁচ কমিয়ে তাতে চিনি, কেশর, এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে দিন।

আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে ৪-৫ মিনিট পর নামিয়ে নিন।

বাইরে রেখে কিছু ক্ষণ ঠান্ডা করার পর ফ্রিজে তুলে দিন।

ঘণ্টা খানেক পর ফ্রিজ থেকে বার করে কেশর ছড়িয়ে পরিবেশন করুন ঠান্ডা বাদাম ক্ষীর।

অন্তরালেই "নেতাজী"

ভারতের ইতিহাসে একজন গুরত্বপূর্ন ব্যাক্তিত্ব এবং যিনি ওড়িয়ার কটকে প্রভাবশালী পরিবারে পিতা জানকী নাথ বসু ও মাতা প্রভাতী দেবীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একজন, বহুজন বির্তকীত যা নিয়ে আলোচনা আজও বিদ্যবান। ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী উনার জন্ম। যিনি 'নেতাজী' নামেই বিশাল পরিচিত। স্বাধীনতা আন্দোলনের তার অসামান্য অবদান আজও স্মরনীয়। 'তোমরা আমাদেরকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' এই বিখ্যাত উক্তিটি আজ কোটি কোটি মানুষের অনুপ্রেরনার উৎস। নেতাজীর ''বিদ্রোহী দেশপ্রেম'' উনাকে একজন মহানায়ক করে তুলে ছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান, পরে "সভাপতি পদ" এবং মহাত্মা গান্ধীর সাথে মতাদর্শে আদর্শগত পার্থক্য থাকায় যার কারণ স্বরূপ, ঐ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মান ও জাপানের সহায়তায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য "আজাদ হিন্দ ফৌজ" গঠন করেন। তার জার্মান ও জাপানের সাথে সুসম্পর্ক ও ফ্যাসিবাদী শক্তির সাথে সহযোগীতা একটি বিতর্কীত উল্লেখযোগ্য বিষয় পরবর্তী শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল উড়িষ্যাতেই। তারপর 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' হতে মেট্রিকুলেশন দ্বিতীয় স্থান অধিকার, তারপর প্রেসিডেন্সিতে দর্শন শাস্ত্রে "ডিগ্রী" লাভ, আবার ইংল্যান্ডে সিভিল সার্বিস পরিক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করেন। পরে আইসিএস থেকে পদত্যাগ ও দেশের স্বাধীনতা জন্য আন্দোলনে যোগদান দেন। শৈশব হইতে প্রচন্ড মেধাবী ছিলেন। তার শিক্ষাজীবন, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব বিশাল গুরত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর ''আজাদহিন্দ'' ফৌজের অবদান অনস্বীবার্য্য। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তার সশস্ত্র প্রতিরোধ ক্রমাগত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রশস্র প্রতিরোধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। ব্রিটিসের বিরুদ্ধে আন্দোলন ভারী করার জন্য "ফরোয়ার্ডব্লক" দল গঠন করেন। তিনি 'দিল্লী চলো' এবং 'জয়হিন্দ' এর মতো বিখ্যাত শ্লোগান দিয়েছিলেন, যা নাকী পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশের ভিত কাঁপিয়েছিল। এই দুইটি শ্লোগান ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক অনুপ্রেরনা জুগিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর বৈপ্লবিক পদক্ষেপ সর্বদাই তার মনের মধ্যেই বিরাজ করতো, যাকীনা কিভাবে ইংরেজদের অত্যাচার থেকে ভারতীয়দের মুক্তির পথ আগাম আনতে পারে, এবং সেই দিক থেকে অন্যান্য তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তার মতাদর্শগত অসীম ছিল, অন্তরালে শব্দটি রহস্যময়তাকে নির্দেশ করে। নেতাজী বলতেন 'বাস্তব বোঝা কঠিন' তবে জীবনকে সত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সত্যকে গ্রহণ করতে হবে। নিজের কর্ম সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। নেতাজী, নিজের দেশকে প্রানের চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন 'অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপরিমেয় তেজ ও অদম্য সাহস লইয়া আমরা অসিয়াছি পৃথিবীতে। তাই আমাদের জীবনের স্রোত কেহ রোধ করিতে পারিবেনা'। এহেন ভাবনা এবং পদক্ষেপই ছিল তৎকালীন বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্ণরে কাছে বিরাট বাঁধা, এবং তাই উনাকে সবসময় আড়ালেই রাখতে চাইতেন তৎকালীন বেশকিছু বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্ণ। এবং এজন্যই নেতাজী বিদেশী শক্তির সহায়তায় যুদ্ধ করে ভারতীয়দের স্বাধীনতা আনার চেষ্টা করেছিলেন, এবং যার ফলস্বরূপ ''আজাদহিন্দ ফৌজ" এবং ''ফরোওয়ার্ড ব্লক" দল গঠন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও নেতাজীকে সাহায্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে নেতাজী বলেছিলেন হিটলারকে 'আমার কারো কাছ থেকে উপদেশ নেওয়া দরকার নেই'। বার্লিনে ঘরে বসে বই পরছেন নেতাজী, আর বাইরে সশস্ত্র উর্দিধারীরা চিনছেন গোটা বিশ্ব এই নেতাজীকে। আর এই নাৎসি জার্মানী, এরাইতো ঘটিয়েছে "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ"। এহেন পরিস্থিতিতে বসে আছে ওই ভারতীয় অসীম সাহসী ব্যাক্তিত্ব "সুভাষ চন্দ্র বসু"। চশমার আড়ালে এক অদ্ভুদ জ্যোতি। সাময়িক পোশাকে নেতাজী লড়ে গিয়েছিলেন আজাদহিন্দ ফৌজকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশের পথ আটকাতে, সেখানেই ভারতীয়দের ঐকাবদ্ধ করে শরু করতে হবে "স্বাধীনতার যুদ্ধ"। নেতাজীর একটাই চিন্তা স্বাধীনতা, দেশের স্বাধীনতা। গান্ধীজির সাথে আদর্শগত সংঘাত এবং যার পরিনতি কংগ্রেসের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীন নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করেছিলেন ''নেতাজী''। বার্লিন থেকেই সুভাষচন্দ্র বসু, "নেতাজী" উপাধিটি, পেয়েছিলেন। ভারতীয় সৈনারা এবং বার্লিনের কর্মকর্তারা এই সম্মানসূচক উপাধিটি সুভাষবসুকে দেন। পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি নেতাজী নামেই জনপ্রিয় হন। তিনি সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবী পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন। জার্মানী ও জাপানের মতো অখ্যন্ড সহযোগীতায় ব্রিটীশের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ বলে মনে করতেন এবং তা করেও দেখিয়েছেন। নেতাজীর অবস্থান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরত্বপূর্ণ অধ্যায়। এক সময় নেতাজী মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী দলে পরিনত করেছিলেন। সেই সময় হত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজীর রাজনৈতিক শুরু হয়ে উঠেন। ১৯২৭ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক হন এবং ঐ সময় জহগুর লাল নেহেরুর সাথে কাজ করেন। তখনও নেহেরুর সাথে ও গান্ধীজির সাথে রাজনৈতিক নীতির মতার্থক্য হয় নেতাজীর, এবং কংগ্রেস দল থেকে ইস্তফা দেন। বারে বারেই রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্নের সাথে মতের আমল চলতে থাকে। নেতাজীর। তবুও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নেতাজী লড়াই করে গেছেন, ব্রিটাশের বিরুদ্ধে, ভারতিয়দের স্বাধীনতা এনে দেওয়ার জন্য। স্বদেশের প্রতি নেতাজির দেশপ্রেম, তার প্রানের চেয়েও বেশী মূল্যবান ছিল, যা কিনা নেতাজীর চিন্তা ধারা ও কর্মকান্ড হতে গোটা ভারতবাসী বুঝতে পেরেছিল বহু পরে। "নেতাজী" ছিলেন একজন অসীম সাহসি নেতা যিনি ত্যাগ ও সংগ্রাম করে ব্রিটাশের বিরুদ্ধে লড়াইকে "ভগবদগীতার" মতো গভীর ভাবে অনুপ্রানীত করেছিলেন। তিনি ছিলেন একমাত্র রাষ্ট্র নায়ক যার ছিল অসামান্য অবদান, ভারতীয় রাজনীতিতে। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কীংবদন্তী নেতা, যাকে অন্য কোন নেতার সাথে তুলনা করা যায়না। নেতাজীর মুখে বেঁজে উঠা ''জয়হিন্দ'' স্লোগান আজও ভারতীয় রাজনীতির "কণ্ঠীত স্তম্ভ"। এই মহান নেতার মৃত্যুরহস্য কিনারার উন্মোচন আজও হয়নি। কেউ বলেন ''নেতাজী'' ''তাইছক বিমান'' দুর্ঘটনায় প্রান হারিয়েছেন। আবার কেউ বলেন লক্ষৌতে তিনি নাকী ''গুনমানী বাবার'' ছদ্মবেশ ধরে স্বাধীনতার পরেও বহু বছর জীবিত ছিলেন। এর কোনটির সত্যতা আজঅব্দীও প্রমানিত হয়নি। পরবর্তী সময় বেশ কয়েকটি কমিশন ও গঠন করা হয়েছিল এই মৃত্যুরহস্য উন্মোচন করার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় কমিশন আজঅব্দী কোন সত্যতা, সুপারিশ পেশ করতে পারেনি। এখনও নেতাজির মৃত্যু রহস্যের বিতর্ক নামেনি। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট ''সাইওয়াং'' থেকে "মাঞ্চুরিয়া" গামী বিমানে যাচ্ছিল নেতাজী। তাই লুকুতে যাত্রীর বিমানের মধ্যে থেকে বিকট শব্দ পেয়েছিল। বানওয়েতে উঠার পরই বিমানের ইঞ্জিনিয়াররা বিমান হতে কিছু পরে যেতে দেখেন। এই পড়ন্ত বস্তুটি ছিল ইঞ্জিনের একটা অংশ, অথবা বিমানের "প্রপেলার"। বিমানটি দ্রুত ঝকনী দিয়ে মাটিতে পড়ে যায়, বিশেষজ্ঞাদের অভিমত। বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। বিমানটির পাইলট, সহকারী পাইলট সবাই আগুনে দুগ্ধ হন। নেতাজীর সহচর কমাডেন্ট, হাবিবুর রহমাম অচৈতন্য অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন। নেতাজী চেতনা না হারালেও তার দেহ আগুনে ঝলসে যায়, এবং নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে এবং ওখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে নেতাজির তখনও মৃত্যু হয়নি তার পরেও বেঁচে ছিলেন কিছুদিন। এদিকে ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট একটি জাপানী দৈনিকে নেতাজীর মৃত্যুর খবর প্রকাশ করে। নেতাজীর এই মৃত্যুরহস্যের কিনারা আজ অব্দী উন্মোচীত হয়নি বললেই চলে। ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে সশ্রদ্ধ প্রনাম জানিয়ে আজ আমি এখানেই আমার লেখাটি শেষ করলাম "জয়হিন্দ"। *অভিজিৎ রায় চৌধুরী*

সোডিয়াম- ক্যালসিয়াম-পটাসিয়াম-ক্লোরাইড ফসফেট ও ম্যাগনেসিয়াম সবই ইলেক্ট্রোলাইট পানীয়

ইলেক্ট্রোলাইট পানীয় কমবেশি আমাদের অনেকেরই পরিচিত নাম। এক ধরনের খনিজ পদার্থ হচ্ছে এই ইলেক্ট্রোলাইট। এগুলো রক্ত, টিস্যু, অঙ্গ এবং অন্যান্য শারীরিক তরলগুলোতে পাওয়া যায়। সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড, ফসফেট এবং ম্যাগনেসিয়াম সবই ইলেক্ট্রোলাইট। ইলেক্ট্রোলাইটস শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এগুলো শরীরে পানির পরিমাণের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি পিএইচ স্তর বজায় রাখতে এবং কোষের ভেতরে এবং বাইরে পুষ্টি সরবরাহ করতে সাহায্য করে। ইলেক্ট্রোলাইট পেশী, স্নায়ু এবং অন্যান্য অঙ্গকে সঠিকভাবে কাজ করতে সহায়তা করে। অতিরিক্ত ঘাম হলে বা ব্যায়ামের পর ইলেক্ট্রোলাইট পানীয় খেতে পারেন। তবে বাজারে বিভিন্ন নামে ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংক পাওয়া গেলেও এগুলোতে খনিজ উপাদানের উপস্থিতি সঠিকভাবে পাওয়া নাও যেতে পারে। ঘরেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংকস তৈরি করে ফেলা যায়। জেনে নিন কীভাবে করবেন। ১। লেবু-মধু ইলেক্ট্রোলাইট পানীয় বানিয়ে ফেলা যায় খুব সহজে। ১ লিটার পানিতে ১টি লেবুর রস, ১ টেবিল চামচ মধু এবং ১/৪ চা চামচ সি সল্ট মিশিয়ে নিন। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, অন্যদিকে মধু দ্রুত হজমকারী প্রাকৃতিক গ্লুকোজ সরবরাহ করে। সি সল্ট সোডিয়াম সরবরাহ করে।

২। বানিয়ে ফেলতে পারেন ডাবের পানির ইলেক্ট্রোলাইট পানীয়। ১ কাপ ডাবের জলের সঙ্গে অর্ধেকটি লেবু এবং এক চিমটি পিঙ্ক সল্ট মিশিয়ে নিন। ডাবের জলেতে পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা স্নায়ু এবং পেশীর স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি ইলেক্ট্রোলাইট। ৩। চিয়া বীজ ইলেক্ট্রোলাইট এনার্জি ড্রিংক বানাতে ১ টেবিল চামচ চিয়া বীজ দেড় কাপ কাপ পানিতে ১০-১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। স্বাদমতো লেবু এবং মধু যোগ করুন এতে। চিয়া বীজ জলেতে তাদের ওজনের ১০ গুণ শোষণ করে যা হাইড্রেশন ধরে রাখতে এবং দীর্ঘস্থায়ী শক্তি প্রদান করতে সাহায্য করে। লেবুর রস, মধু এর সঙ্গে মিশে একটি শক্তিশালী ইলেক্ট্রোলাইট পানীয় তৈরি করে যা হজমেও সহায়তা করে। ৪। দুই কাপ পানিতে ১ টেবিল চামচ আপেল সাইডার ভিনেগার, ১ টেবিল চামচ লেবুর রস, ১ টেবিল চামচ মধু এবং ১/৮ চা চামচ লবণ মিশিয়ে নিন। এই টনিকটি বিপাক এবং হাইড্রেশনের জন্য দুর্দান্ত। আপেল সাইডার ভিনেগার শরীরের পিএইচ ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। অন্যদিকে লেবু এবং লবণ ইলেক্ট্রোলাইট যোগ করে। মধু স্বাদকে পূর্ণ করে এবং দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করে।

এই পাঁচ অভ্যাস পরিবর্তন করা প্রয়োজন আজই

মানুষ প্রায় সময়েই নিজেদের কারণে নিজের ও অন্যের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সকলেরই এমন কিছু অভ্যাস রয়েছে যেগুলো আমরা পুনরাবৃত্তি করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং অজান্তেই নিজের ক্ষতি করি। জেনে নিন কোন কো বিরক্তিকর অভ্যাস আমাদের দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হয়ে উঠেছে এবং যেগুলো বাদ দেওয়া প্রয়োজন আজই। ১। শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বাতিল করার অভ্যাস থাকলে এটি অন্যের কাছে যথেষ্ট বিরক্তিকর করে তুলতে পারে আপনাকে। এই কাজ বারবার করলে আপনি নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারেন। ২। সর্বদা আক্রমণাত্মক আচরণ করা বা রাগ করা উচিত নয়। এতে সহজেই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় এবং মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। ৩। অন্যের মত বা সিদ্ধান্ত আলাদা হতেই পারে। এটা মেনে না নিয়ে অন্যকে অপমান করা কিংবা সিদ্ধান্ত বদল করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা একেবারেই উচিত নয়। অন্যের ব্যক্তিগত জায়গায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রবেশ করলে সেটা দীর্ঘমেয়াদে সম্পর্কের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ৪। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বারবার সেটা ভাঙার অভ্যাস থাকলে এটি বাদ দিন। যেমন ধূমপান বাদ দেবেন এই প্রতিজ্ঞা করেও রাখতে না পারা কিংবা করণীয় বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করেও সেটা না মানা। ৫। পরে করার জন্য কাজ ফেলে রাখার অভ্যাস থাকলে সেটা পরিবর্তন করার প্রয়োজন। যেমন সিঙ্কে নোংরা থালাবাসন রাখা অথবা অফিসের জরুরি কোনও কাজ করতে গড়িমসি করা।

স্নানের আগে চুলে ডিম লাগালে উপকার

ডিম যেমন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, তেমনি চুলের যত্নেও এর রয়েছে ভূমিকা। ডিমে রয়েছে উচ্চমাত্রার প্রোটিন, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, বায়োটিন এবং খনিজ পদার্থ। এসব উপাদান চুলের গোড়া মজবুত করে। চুলে ডিম লাগালে তা প্রাকৃতিক কন্ডিশনারের মতোই কাজ করে। ডিম চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং চুল ভাঙা রোধ করে। খুশকি, চুলের রুক্ষতা কিংবা আগা ফাটার সমস্যায় দারুণ প্রাকৃতিক সমাধান দিতে পারে ডিম। জেনে নিন গোসলের আগে কীভাবে চুলে ডিম লাগাবেন। ১। একটি ডিমের সাদা অংশ এক টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত লাগান মিশ্রণটি। ২০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। চুল হবে রেশমি এবং প্রাণবন্ত। ২। ডিমের মাস্ক তৈরির জন্য একটি বা দুটি ডিম ভেঙে নিন। ডিমের পরিমাণ নির্ভর করে চুল কত লম্বা এবং ঘন সেটার উপর। ডিম ভালো করে ফেটিয়ে ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল মেশান। এই তেলগুলো ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, যা চুলের পুষ্টি জোগায় এবং কন্ডিশন করতে সাহায্য করে। এই মাস্কে ১ টেবিল চামচ মধু যোগ করতে পারেন। মধু চুলকে অতিরিক্ত আর্দ্রতা প্রদান করবে। মধুর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যা মাথার ত্বককে সুস্থ রাখে। ৩। ডিম ও মেহেদির হেয়ার প্যাক চুলের যত্নে দারুণ কার্যকর। ৩ চা চামচ মেহেদির সঙ্গে আধা কাপেরও কম জল মিশিয়ে নিন। দুটি ডিম এবং ২ চা চামচ দুধ যোগ করুন। ভালো করে ফেটিয়ে চুলে লাগান। ৩০ মিনিট চুলে লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন শ্যাম্পু দিয়ে। ৪। ডিমের কুসুমের সঙ্গে মেশান টক দই। ভালো করে ফেটিয়ে চুলে লাগিয়ে রাখুন। ২০ মিনিট পর মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করে ধুয়ে ফেলুন।

টক-ঝাল-মিষ্টি আমড়ার আচার

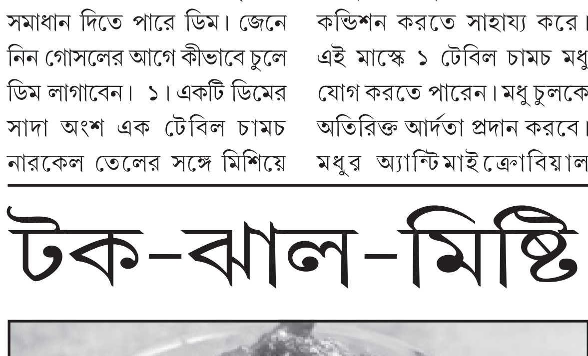

বাজারে আমড়া উঠে গেছে। মজাদার আমড়ার আচার বানিয়ে সংরক্ষণ করতে পারেন বছরজুড়ে।

টক-ঝাল-মিষ্টি আমড়ার আচার বানানোর রেসিপি জেনে নিন।

এক কেজি আমড়ার খোসা ছাড়িয়ে জলেতে ডুবিয়ে ধুয়ে নিন। জল ঝরিয়ে মুছে নিন আমড়াগুলো। এরপর ছোট টুকরা করে কেটে নিন, আঁটি ফেলে দেবেন। ১ চা চামচ লবণ ও ১ চা চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে মেখে রাখুন টুকরাগুলো।

আচারের জন্য বিশেষ একটি মসলা তৈরি করে নিন। একটি বাটিতে ৪ কোয়া রসুন, ১ চা চামচ আস্ত ধনিয়া, ১ চা চামচ পাঁচফোড়ন, ১ চা চামচ সরিষা, তিনটি শুকনা মরিচ ও অল্প জল নিয়ে নিন। মিশ্রণটি ব্লেন্ড করে নিন।

চুলায় প্যান বসিয়ে আধা কাপ সরিষার তেল নিন। আস্ত গরম মসলা, শুকনা মরিচ ও কয়েক কোয়া রসুন দিন। কিছুক্ষণ ভেজে আগে থেকে ব্লেন্ড করে রাখা মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন। আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে নাড়ুন। মেখে রাখা আমড়ার টুকরা দিয়ে নেড়েচেড়ে ভেজে নিন। চুলার আঁচ কম থাকবে। স্বাদ মতো চিনি, আধা কাপ তেঁতুলের ক্বাথ ও আধা কাপ জল দিন। কিছুক্ষণ জ্বাল করুন। ফুটে উঠলে চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিন প্যান। কয়েক মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে নাড়ুন। আঠালো হয়ে গেলে ও রঙ বদলে গেলে আধা চা চামচ বিট লবণ ও ১ চা চামচ ভিনেগার দিয়ে দিন। ১ চা চামচ চিলি ফ্লেকস দিয়ে নেড়েচেড়ে বন্ধ করে দিন চুলা। ঠান্ডা হলে কাচের বয়ামে সংরক্ষণ করুন আমড়ার আচার।

আত্মনির্ভর করার চেষ্টায় মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ মহিলা কমিশনের। ছবি নিজস্ব।

"কে প্রকৃত ভারতীয়, তা ঠিক করার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের নয়"- সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা নিয়ে সরব প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট : সুপ্রিম কোর্টে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে চলমান মামলার শুনানির সময় বিচারপতিদের করা একটি পর্যবেক্ষণ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের ঝড়। সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ রাহুল গান্ধীর ২০২২ সালের 'চীন অধিকৃত ভারতীয় ভূখণ্ড' সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং বলেন, "আপনি যদি একজন প্রকৃত ভারতীয় হন, তাহলে এমন কথা বলতেন না।"

এই পর্যবেক্ষণকে ঘিরে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়া দেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র। তিনি বলেন, "মাননীয় বিচারপতিদের প্রতি আমার যথাযথ শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু কে একজন প্রকৃত ভারতীয়, তা নির্ধারণ করার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের নয়। একজন বিরোধী নেতার কাজ হল সরকারের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলা। রাহুলজি কখনওই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলেন না, বরং তিনি তাঁদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাঁর বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র সময় রাহুল গান্ধী এক সাংবাদিক সম্মেলনে চীন প্রসঙ্গে বলেছিলেন,"চীন ২০০০ বর্গকিমি ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করেছে, আমাদের ২০ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন, এবং অরুণাচল প্রদেশে চীনের সেনারা আমাদের সৈনিকদের মারধর করছে। কিন্তু কেউ এই বিষয়গুলি নিয়ে সরকারকে প্রশ্ন করছে না। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমও চুপ। এটা কি সত্যি নয়?"

এই মন্তব্যের পর উত্তরপ্রদেশের লখনউ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহমূলক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলায় রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সমন জারি করে আদালত। রাহুল গান্ধী এর পর এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করেন সমন খারিজের জন্য, কিন্তু সেখান থেকে তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি সুপ্রিম কোর্টে যান।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি এজি মাসিহের বেঞ্চ লখনউ আদালতের মামলার কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দেন। তবে সেইসঙ্গে তাঁরা রাহুল গান্ধীকে ভর্ৎসনা করে বলেন,"আপনি বিরোধী দলের নেতা, সংসদে বলার জন্য আপনার একটি নির্দিষ্ট মঞ্চ রয়েছে। তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কথা কেন বলছেন? কীভাবে জানলেন ২০০০ বর্গকিমি জমি দখল হয়েছে? আপনি যদি সত্যিকারের ভারতীয় হন, তাহলে এমন মন্তব্য করা উচিত নয়।"

বেঞ্চ আরও বলেন, "সেনাদের 'থ্রাশ' বা মারধর করার মতো শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়, বিশেষ করে এমন একজন নেতার পক্ষে, যিনি দেশের সবচেয়ে বড় বিরোধী দলের মুখ।"সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণের পর কংগ্রেসের তরফ থেকে একের পর এক নেতারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল বলেন, "রাহুল গান্ধী যা বলেছেন, তা প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের মনের কথা। আমরা যখন সংসদের ভিতরে প্রশ্ন করি, কোনও উত্তর দেওয়া হয় না। আবার বাইরে প্রশ্ন তুললে আমাদের দেশদ্রোহী তকমা দেওয়া হয়। আজকাল সত্য কথা বললেই দেশদ্রোহী বলা হয়। তাহলে কে ঠিক করবে কে প্রকৃত ভারতীয়? আমরা সেই ভারতীয়, যারা দেশের স্বার্থে সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে।"কংগ্রেস নেতাদের মতে, দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, ও কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিরোধী নেতারা সরকারের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন। প্রশ্ন তোলা গণতন্ত্রের ভিত্তি, এবং তা রুদ্ধ করতে চাওয়াই প্রকৃতপক্ষে দেশবিরোধী মনোভাব।রাহুল গান্ধী এখনও এই বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া দেননি, তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি নিজের বক্তব্যে অনড়। তিনি মনে করেন, চীন সীমান্ত ইস্যুতে সরকার প্রকৃত তথ্য গোপন করছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। তাঁর মতে, ভারতের ভূখণ্ড চীন দখল করেছেএই সত্যটি স্বীকার না করে সরকার 'দেশপ্রেম'-এর আড়ালে সমালোচনাকে স্তব্ধ করতে চাইছে।সুপ্রিম কোর্টে মামলার পরবর্তী শুনানি কবে হবে, তা এখনও নির্ধারিত নয়। তবে এই ঘটনা যে আগামী দিনে সংসদে এবং দেশের রাজনৈতিক ময়দানে বিরোধ ও বিতর্ককে আরও উসকে দেবে, তা নিশ্চিত। 'প্রকৃত ভারতীয়' কেএই প্রশ্ন আপাতত ভারতীয় রাজনীতিতে একটি নতুন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

ভারতজুড়ে টানা বর্ষণ: উত্তরের পর দক্ষিণবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস কেরালায় রেড অ্যালার্ট, ওড়িশা ও হায়দরাবাদে সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট: ভারতের একাধিক রাজ্যে প্রবল বর্ষণের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে যেমন উত্তরবঙ্গে টানা বৃষ্টি চলছে, তেমনই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এর পাশাপাশি কেরালার তিনটি জেলায় জারি হয়েছে রেড অ্যালার্ট, ওড়িশার ২০টি জেলা এবং তেলেঙ্গানার বিস্তীর্ণ এলাকায় বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনায় ইয়েলো ওয়ার্নিং জারি করা হয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া কেন্দ্রের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মুর্শিদাবাদে বুধবার ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর পাশাপাশি, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া এবং হুগলির নিচু এলাকাগুলিতে জলস্তর বাড়ার কারণে বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডে অতিবৃষ্টির ফলে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন পশ্চিমবঙ্গে জল ছাড়ায় নদীর জল বেড়ে গেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে মঙ্গলবার ও বুধবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার ও শনিবার কোচবিহার, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে পাহাড়ি এলাকায় ধস এবং নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।কলকাতায় সোমবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ০.৮ ডিগ্রি কম। বাতাসে আর্দ্রতা ৮১ থেকে ৯৭ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। আগামী সপ্তাহান্ত পর্যন্ত শহরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ো হাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কেরালায় মঙ্গলবার রাতভর তুমুল বৃষ্টির জেরে রাজ্যের একাধিক নদী ও ড্যামে জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেছে। এরফলে ভারতের আবহাওয়া দফতর এরনাকুলাম, ইদুক্কি এবং থ্রিসুর জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসব জেলায় ২০ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে। এর পাশাপাশি পাঁচটি জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট এবং ছয়টি জেলায় ইয়েলো অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। কোচিতে এক ট্যাক্সি গুগল ম্যাপের নির্দেশনা অনুযায়ী চলতে গিয়ে বৃষ্টির জলে ঢাকা একটি খোলা খালে পড়ে যায়। চালক অক্ষত থাকলেও ঘটনাটি নগর পরিকাঠামোর ত্রুটি ও দুর্যোগকালে প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে।

তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ ও পার্শবর্তী রাঙ্গারেড্ডি, মেদচল-মালকাজগিরি এবং সঙ্গারেড্ডি জেলাগুলিতে মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মহবুবনগর, নাগারকর্ণুল, ওয়ানাপার্থি, নারায়ণপেট এবং জোগুলাম্বা গাদওয়াল জেলাতেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানায় হায়দরাবাদ আবহাওয়া কেন্দ্র।

ওড়িশার ২০টি জেলায় মঙ্গলবার ইয়েলো ওয়ার্নিং জারি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গজাপতি, গঞ্জাম, নয়াগড়, পুরী, খোর্দা, কটক, জগৎসিংহপুর, কেন্দ্রাপাড়া, অঙ্গুল, ধেনকানাল, জাজপুর, ভদ্রক, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, কেনঝর, দেবগড়, সাম্বলপুর, বারগড়, ঝাড়সুগুড়া এবং সুন্দরগড়। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার কারণে আগামী ৮ আগস্ট পর্যন্ত জলাবদ্ধতা, ট্র্যাফিক বিঘ্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর সমস্যা হতে পারে। প্রশাসনকে আগাম প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।আবহাওয়া দফতরের মতে, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর থেকে আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় সক্রিয় মৌসুমি পরিস্থিতির কারণে এই টানা বর্ষণ দেখা দিচ্ছে। যদিও এই বৃষ্টিপাত কৃষিকাজ ও ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, তবুও হঠাৎ বন্যা, ধস ও বজ্রপাতের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।

সাধারণ মানুষকে আবহাওয়া সংক্রান্ত সরকারি আপডেট নিয়মিত অনুসরণ করতে এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলতে অনুরোধ করা হয়েছে।

অসমের কাছাড়ে বড়সড় মাদক উদ্ধার অভিযান ৭ কোটি টাকার মাদক জব্দ, গ্রেফতার ৫

গুয়াহাটি, ৫ আগস্ট : অসমের কাছাড় জেলায় পুলিশের দুটি পৃথক অভিযানে ৭ কোটিরও বেশি টাকার মাদক উদ্ধার হয়েছে। এই অভিযানে মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে অসম পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকের মধ্যে রয়েছে ২১৬ গ্রাম হেরোইন, ২০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট এবং দুটি গাড়ি যা মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত হচ্ছিল।অসম পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই দুই অভিযান পরিকল্পনা করা হয়েছিল গোপন সূত্রে পাওয়া নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে। কাছাড় জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ধৃত পাঁচজনই একটি সক্রিয় মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত।পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া পাচারকারীরা দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মাধ্যমে মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এদের বিরুদ্ধে পূর্বেও একাধিক অভিযোগ ছিল।অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই সাফল্যের জন্য অসম পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি নিজের সরকারি এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন: '৭ কোটি টাকার মাদক, এখন ধোঁয়ায় উড়ে গেছে!গ্খন্ন্খদ্দম্নদ্রহ্নত্তত্র অটল রয়েছে — অসমে মাদকের কোনও স্থান নেই!'তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার মাদকমুক্ত অসম গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর এবং ভবিষ্যতেও এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেট এক ধরনের সিন্থেটিক মাদক, যা মেথঅ্যামফেটামিন ও ক্যাফেইনের মিশ্রণ। এটি ভারতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং তফসিল জজ্জ নিয়ন্ত্রিত পদার্থ হিসেবে চিহ্নিত। ইয়াবা ট্যাবলেট মূলত যুব সমাজের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যার ফলে এটি এখন প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।অন্যদিকে, হেরোইন একটি অত্যন্ত আসক্তিকর মাদক, যা সেবনের ফলে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, শারীরিক ক্ষয় এবং চরম আসক্তির জন্ম দেয়। এর পরিণতি অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে।অসম পুলিশ বিগত কয়েক বছর ধরেই মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার করেছে। রাজ্যের নানা প্রান্তে একের পর এক সফল অভিযানে বড় বড় মাদক চক্র ধরা পড়েছে। মাদক পাচার রোধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে পুলিশ প্রশাসন।এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে অসম পুলিশের ডিজি (ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ) বলেন, "আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র মাদক জব্দ নয়, বরং মাদক পাচারকারী চক্রকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা। আমরা প্রতিটি স্তরে নজরদারি বাড়িয়েছি এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে আরও অভিযানের পরিকল্পনা করছি।"মাদক বিরোধী অভিযান সফল করতে স্থানীয় প্রশাসন এবং সচেতন নাগরিক সমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পুলিশের দাবি, অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের দেয়া তথ্য অভিযানের সাফল্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। নাগরিকদের সহযোগিতা ছাড়া এত বড় সাফল্য সম্ভব হতো না।যদিও এই সাফল্য প্রশাসনের জন্য বড় অর্জন, তবুও মাদক পাচার রোধে চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। বিশেষ করে মিয়ানমার সীমান্ত, দক্ষিণ আসাম, এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু রুট ব্যবহার করে অবৈধ মাদক ভারতে প্রবেশ করছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে। এই রুটগুলি বন্ধ করতে কেন্দ্র এবং রাজ্য স্তরে আরও সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

এই অভিযানে ৭ কোটির বেশি টাকার মাদক জব্দ এবং পাচারচক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করে অসম পুলিশ আবারও প্রমাণ করলো যে তারা মাদকবিরোধী যুদ্ধে অটল। সরকারের দৃঢ় অবস্থান, পুলিশের তৎপরতা এবং জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমে অসমকে মাদকমুক্ত করার প্রচেষ্টা আরও জোরদার হল। তবে চূড়ান্ত সফলতার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, শিক্ষার প্রসার, এবং আসক্তদের জন্য পুনর্বাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রয়াত জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক, মৃত্যু ৭৯ বছর বয়সে

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট : জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক প্রয়াত হলেন। মঙ্গলবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ নয়াদিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সত্যপাল মালিকের রাজনৈতিক জীবন ছিল দীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল। তিনি একাধিক রাজ্যের রাজ্যপালের দায়িত্ব পালন করেছেন যার মধ্যে বিহার, গোয়া, মেঘালয় এবং বিশেষভাবে জম্মু ও কাশ্মীর অন্যতম। তবে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ছিল জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল হিসাবে ২০১৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত। এই সময়েই সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়।তিনি ছিলেন সেই সময়ের প্রশাসনিক মুখ, যখন কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার করে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনা হয় উপত্যকাকে। এই কারণে তিনি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

সত্যপাল মালিক শুধু প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন না, বরং তিনি এক স্পষ্টভাষী রাজনীতিবিদ হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে তিনি বারবার খোলাখুলি মতামত প্রকাশ করতেন, যার ফলে তিনি রাজনৈতিক বিতর্কেও বারবার উঠে এসেছেন। কৃষক আন্দোলন, নিরাপত্তা ইস্যু, প্রশাসনিক স্বচ্ছতাবিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি নিজের অবস্থান জানাতে পিছপা হননি।

তাঁর মৃত্যুতে দেশের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এক্স সহ নানা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে শোকজ্ঞাপন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সবাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

সত্যপাল মালিকের মৃত্যুতে ভারতের রাজনৈতিক জগতে এক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতার অবসান ঘটল। প্রশাসনিক দক্ষতা, স্পষ্টভাষীতা এবং বিতর্কের মধ্যে থেকেও নিজস্ব অবস্থান ধরে রাখার ক্ষমতা তাঁকে আলাদা করে তুলেছিল। তাঁর অবদান দীর্ঘদিন মনে রাখবে দেশ।

আসামের প্রাক্তন আইএএস অফিসার সেওয়ালি দেবী শর্মার বিরুদ্ধে ইডি-র তল্লাশি, ১১৫ কোটির আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ

গুয়াহাটি, ৫ আগস্ট : আসামের প্রাক্তন আইএএস অফিসার সেওয়ালি দেবী শর্মার বিরুদ্ধে আয়-বহির্ভূত সম্পত্তির মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার ইডি গুয়াহাটির আটটি ঠিকানায়, যার মধ্যে শর্মা এবং তার ঘনিষ্ঠদের বাসভবনও রয়েছে, একযোগে তল্লাশি অভিযান চালায়। এই অভিযান থেকে শর্মার বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক অনিয়মের চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।

এই মামলার সূত্রপাত হয়েছিল আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশে গঠিত একটি বিশেষ ভিজিল্যান্স সেলের এফআইআর থেকে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল, শর্মার বিরুদ্ধে প্রায় ৫.৭ কোটি টাকার আয়-বহির্ভূত সম্পত্তি থাকার অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ইডি অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন-এর অধীনে তদন্ত শুরু করে।ইডি-র প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, শর্মা যখন অসম স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন, তখন তিনি ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন-এর অধীনে দুই বছরের একটি ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন প্রোগ্রামের বাস্তবায়নে দুর্নীতি করেন। রাজ্য সরকার যেখানে মাত্র ৫৯টি প্রতিষ্ঠান এবং ২৭,৮৯৭ জন প্রশিক্ষণার্থীর অনুমোদন দিয়েছিল, সেখানে শর্মা নিজে থেকেই ৩৪২টি স্টাডি সেন্টার খোলেন এবং ১,০৬,৮২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করিয়ে প্রায় ১১৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেন।

তদন্তে আরও জানা যায়, তিনি এসসিইআরটি-এর ওপেন অ্যান্ড ডিসট্যান্স লার্নিং সেল-এর নামে পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন, যেখানে তিনি একমাত্র স্বাক্ষরকারী ছিলেন। এই পদক্ষেপ অসম ফিনান্সিয়াল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৫-এর পরিপন্থী। অভিযোগ, ওই অ্যাকাউন্ট থেকে তিনি রাজ্য সরকারের অনুমোদন ছাড়াই ১০৫ কোটিরও বেশি টাকা খরচ করেছেন।

শুধু তাই নয়, ইডি জানায়, শর্মা তার জামাই, মেয়ে এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠদের মালিকানাধীন সংস্থাগুলিকে নিয়ম না মেনে কোটি কোটি টাকার সরকারি চুক্তি দিয়েছিলেন। এমনকি, একটি সংস্থার অডিটরের দায়িত্বে থাকা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সারং মোরেকেও চুক্তি দেওয়া হয়, যা স্বজনপোষণের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সব চুক্তির ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বান বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি, যা সরকারি নিয়মের গুরুতর লঙ্ঘন।ইডি আরও জানায়, যেসব সংস্থাকে এই কাজগুলো দেওয়া হয়েছিল, তাদের বেশিরভাগেরই কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। এমনকি বহু ক্ষেত্রে কাজ অসম্পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও তাদের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করা হয়েছে, রশিদ বা সঠিক যাচাইকরণের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করেই।বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এই আইএএস অফিসারের পক্ষ থেকে ইডি-র তল্লাশি বা অভিযোগ সম্পর্কে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে ইডি জানিয়েছে, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও তথ্য উঠে আসতে পারে। এই মামলাটি আসাম সরকারের প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার দৃষ্টান্ত হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

হিমাচল প্রদেশে টানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন, ক্ষয়ক্ষতি ছাড়ালো ১৭৫৩ কোটি

শিমলা, ৫ আগস্ট: হিমাচল প্রদেশে টানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে রাজ্যজুড়ে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে মান্ডি জেলায়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়, যার ফলে একাধিক ভূমিধস ও রাস্তা ধসের ঘটনা ঘটে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর পূর্বেই মান্ডি জেলায় 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' জারি করেছিল, এবং সেই পূর্বাভাস সত্য প্রমাণিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, এই বৃষ্টির কারণে মোট ৩৩১টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, যার মধ্যে দুটি জাতীয় সড়ক — এনএইচ-২১ (মান্ডি-কুল্লু) এবং এনএইচ-০০৩ (মান্ডি-ধরমপুর) প্রধান। এই ধসের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা একপ্রকার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জেলা প্রশাসক অপূর্ব দেবগন জানান, যেসব রাস্তা সোমবার পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছিল, মঙ্গলবারের প্রবল বৃষ্টিতে তার অনেকগুলো আবার ধসে পড়েছে। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সেরাজ ডিভিশন, যেখানে একাই ১২২টি রাস্তা অবরুদ্ধ রয়েছে। অন্যান্য ডিভিশন যেমন থালৌট, কারসোগ, ধর্মপুর, মান্ডি জজ্জ, পাধর, গোহার, নেরচৌক, সুন্দরনগর ও জোগিন্দরনগরেও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। শুধু রাস্তা নয়, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের পরিষেবাতেও মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। একদিনেই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সংখ্যা ২২ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫৭-এ এবং ৮৬টি জল সরবরাহ প্রকল্প সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে।

এদিকে নিরাপত্তা ও সতর্কতার স্বার্থে সুন্দরনগর উপ-বিভাগের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল মঙ্গলবারের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিপাতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর জলাধারে জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাওয়ায়, কোলড্যাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্পিলওয়ে গেট মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে খুলে দিতে হয়েছে। এর ফলে নদীর জলস্তর ৪-৫ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাণ্ডোহ ড্যাম থেকেও জল ছাড়া শুরু হয়েছে। প্রশাসন হুডার ও মাইকে প্রচার করে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের নদীর ধার থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দলগুলো সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী তিন দিন হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে উত্তরাখণ্ড ও উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে মঙ্গলবার ও বুধবার বিচ্ছিন্নভাবে ২১ সেন্টিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে। হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং পূর্ব ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশেও ৫ থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত চলবে বলে জানিয়েছে আইএমডি। একইসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কেরল ও তামিলনাড়ুর ঘাট অঞ্চলেও আগামী পাঁচ দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে মেঘভাঙা বৃষ্টি, ভূমিধস এবং আকস্মিক বন্যার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দ্রুত বেড়ে চলেছে। হিমাচল প্রদেশের রাজস্ব দফতরের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বর্ষা মৌসুমে রাজ্যে ১০৬ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং রাজ্যের মোট আর্থিক ক্ষতি দাঁড়িয়েছে ১,৭৫৩.৬৩ কোটি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই ক্রমাগত আঘাতে রাজ্যের পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে, প্রশাসন ও দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী দিনরাত কাজ করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলা, সতর্কতা অবলম্বন করা এবং বিপজ্জনক এলাকায় না যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বৃষ্টির পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েক দিন পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে, ফলে পাহাড়ি এলাকাগুলিতে ঝুঁকি আরও বাড়বে। প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ও সতর্কতা এই দুর্যোগ মোকাবেলায় অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

ললিত কলা একাডেমী পুরস্কারের জন্য মনোনীত রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী তপতী ভৌমিক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট।। দিল্লির ললিতকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারিতে আজ থেকে শুরু হচ্ছে ৬৪তম 'রাষ্ট্রীয় কলা প্রদর্শনী'। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এর উদ্বোধন করবেন।এই প্রদর্শনীতে সারা দেশ থেকে ২৮৩ টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তারমধ্যে কুড়িটি শিল্পকর্ম ললিত কলা একাডেমী পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এর মধ্যে পেইন্টিং বিভাগে রয়েছে ১১ টি, স্কাল্পচারে পাঁচটি, প্রিন্ট মেকিং এ দুটি, ফটোগ্রাফিতে একটি এবং অন্যান্য বিভাগে আরো একটি। ত্রিপুরা রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী তপতী ভৌমিক মজুমদারের শিল্পকর্ম পেন্টিং বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে।

কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের হাত ধরে উদ্বোধন হলো একদিবসীয় মেগা রক্ত দান শিবিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের হাত ধরে উদ্বোধন হলো একদিবসীয় মেগা রক্ত দান শিবিরের। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কালাছড়া ব্লকের উদ্যোগে রাগনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই মেগা রক্তদান শিবির। মঙ্গলবার দুপুর বারোটায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ব্লক চেয়ারম্যান টিংকু শর্মা। এছাড়াও ব্লক আধিকারিক অমিত চন্দ ও অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।
এক সাক্ষাৎকারে ব্লক আধিকারিক শ্রী চন্দ জানান, ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রায় শতাধিক রক্তদাতা এই শিবিরে রক্তদান করবেন। তাছাড়া এই রক্ত দানের ফলে যেমন মুমূর্ষ্য রোগীর প্রাণ বাঁচবে তেমনি রাজ্যে রক্তের সংকটও মিটবে।তাছাড়া এই রক্ত দান শিবির যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে প্রেরণা যোগাবে। অপরদিকে, এদিনের এই রক্ত দানে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখ যোগ্য। এখন নারীরা যেভাবে সামাজিক কাজে এগিয়ে আসছে তাতে প্রশংসার দাবি রাখে বলে জানান ব্লক আধিকারিক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শান্তিরবাজার খাদ্যদপ্তর ও জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ আগস্ট: রাজ্য সরকার চাইছে কৃষকদের আয় দ্বিগুন করতে। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যকে সাফল্য মন্ডিত করতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তর। শান্তিরবাজার খাদ্যদপ্তর ও জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এইবছরও জোলাইবাড়ী মোটরস্টেন্ড এলাকায় শুরু হলো সরকারিভাবে ধানক্রয়ের কাজ। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারিভাবে ধানক্রয়ের কাজের শুভ সূচনা করা হয়। আজকের এই উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস, শান্তির বাজার পুরপরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ভাইসচেয়ারম্যান কেশব চেঁ ধুরী, শান্তির বাজার মহকুমার খাদ্যদপ্তরের আধিকারিক মলয় চেঁ ধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুজিত দত্ত সহ অন্যান্যরা।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সত্যব্রত সাহা জানান বিগত দিনে কৃষকরা এই ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতেন না। যারফলে কৃষকরা কৃষিকাজে অনিহা প্রকাশ করতো। বর্তমান রাজ্যসরকার কৃষকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। ধান উৎপাদন থেকে ধান বাজারজাত করা পর্যন্ত সমস্ত প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে রাজ্যসরকার। কৃষকদের সরকারিভাবে কৃষিজ বীজ, কৃষিজ যন্ত্রাংশ, কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্প প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে সরকারি মূল্যে কৃষকদের উৎপাদিত ধান ক্রয় করছে রাজ্যসরকার। যা বিগত দিনে দেখা যেতোনা।
সত্যব্রত সাহা উনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জানান বিগতদিনে কৃষকদের ধান উৎপাদন হলে সেগুলি চাঁদা হিসাবে বস্তায় বস্তায় দিয়ে দিতে হতো। বর্তমান সময়ে কৃষকদের কোনো প্রকারে চাঁদা দিতে হয়না। অপরদিকে বিগতদিনে কৃষকরা কোনোকিছু পেতে হলে আন্দোলন করতে হতো বর্তমান সময়ে কৃষকরা কোনো প্রকার আন্দোলন ছাড়াই সব সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্য শেষে সকলের উপস্থিতিতে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারিভাবে ধানক্রয়ের কাজ শুরু হয়। আজকের এই কর্মসূচী সম্পর্কে জানাতে গিয়ে জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস জানান আজ থেকে ধানক্রয়ের কাজ শুরু হয়েছে আগামী ১২ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই ধানক্রয়ের কাজ।
এইবছর জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরকে সারে সাতশ মেট্রিকটন ধানক্রয়ের তার্গেট দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই কৃষিদপ্তর আশাবাদী তার থেকে অধীক প্রায় একশ মেট্রিকটন ধানক্রয় করা সম্ভব হবে। এইপরিমান ধান ক্রয়ের চিত্র লক্ষ্য করে বোঝা যায় জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাসের সহযোগীতায় জোলাইবাড়ীর কৃষকরা ব্যাপক হারে ধান উৎপাদন করেছে। কৃষকদের এই পরিমানে সহায়তা করাতে জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক ও রাজ্যসরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জোলাইবাড়ীর কৃষকরা। আজকের দিনে সরকারিভাবে ধান ক্রয়ে কৃষকরা ব্যাপক উৎসাহের সহিত নিজেদের উৎপাদিত ধান নিয়ে এসেছেন।

সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধানক্রয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত সোনামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ আগস্ট: সোনামুড়া মহকুমার ধনপুর মোটর স্ট্যান্ডে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধানক্রয় কর্মসূচি। ধান ক্রয় কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ।
কিছুটা দেরিতে হলেও, সিপাহীজলার অন্তর্গত সোনামুড়া মহকুমা এলাকার ধনপুর মোটর স্ট্যান্ডে মঙ্গলবার থেকে ভারতীয় খাদ্য নিগম এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরার সরকারের যৌথ উদ্যোগে সহায়ক মূল্যে বোরো মরশুমের কৃষকের উৎপাদিত ধান ক্রয় করা শুরু হল। এই ধানের হাট বসে ধনপুর মোটর স্ট্যান্ডে।
একদিকে বর্ষা মৌসুম! যদিও অনেক কৃষক অর্থের টানে আগেই ধান বিক্রি করে ফেলেছে সস্তা ধরে। তবে একাংশ কৃষক বাড়ি ঘরে ধান মজুদ করে রেখেছিল। তারাই বর্ষা উপেক্ষা করে নিয়ে আসে ভারতীয় খাদ্য নিগম এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের কাছে বিক্রি করার জন্য।
মোটর স্ট্যান্ডে ধানের হাটের শুভ উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। প্রথম পর্বে ধান বিক্রেতাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা হয়। এই আলোচনা সভাতে বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ ছাড়াও একাধিক ব্যক্তি আলোচনা করেন। বিধায়ক বলেন, কিছুটা দেরি হলেও ধৈর্য্য ধরে থাকাটাই মহতের লক্ষণ! আপনারা বিরোধী রাজনৈতিক দলের হতাশা মূলক কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। বিগত দিনে বিরোধী দল যখন ক্ষমতায় ছিল। তখন কিন্তু কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার কোন চিন্তাভাবনাও করেনি। আর এখন ওরা সব সময়তেই সরকারের বিরুদ্ধে নীতি বাচক সমালোচনায় মুখর।
তিনি ধানের হাটের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির।অপরদিকে তিনি বলেন, কৃষকদের মধ্যে চলতি বছর ওই বিভিন্ন প্রকল্প এবং ছোট ছোট পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হচ্ছে। যা বিগত সরকারের আমলে এই জাতীয় কর্মসূচি কৃষকের স্বার্থে বাস্তবায়ন করেনি। তিনি কৃষকদের সাথে আলোচনা করেন ব্যক্তিগতভাবে। উপস্থিত ধান বিক্রেতা সমস্ত কৃষকদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন কৃষিকাজের জন্য সরকার এবং দপ্তর আগের থেকে সক্রিয় হয়েছে।

মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে কৈলাসহরে মৎস্যচাষ জ্ঞান কেন্দ্র ভবনের দ্বার উদঘাটন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ আগস্ট:আজ কৈলাসহরের বিদ্যানগর স্কুলের পাশে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে মৎস্যচাষ জ্ঞান কেন্দ্র ভবনের দ্বার উদঘাটন করা হয়েছে। এই অফিস গৃহ থেকে কৈলাশহরের সমস্ত মৎস্য চাষিরা উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছে মৎস্য দপ্তর।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য শ্যামল দাস, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, মৎস্য দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর সুজিত সরকার, দপ্তরের জেলা আধিকারিক তারেন্দ্র দেববর্মা সহ আরো অনেকেই। প্রথমেই অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়,এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়।
এরপর ফলক উন্মোচন করার পর ফিতা কেটে নতুন ভবনে প্রবেশ করা হয়।এই সুন্দর মুহূর্তের জন্য এলাকার জনগণ এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৫ আগস্ট: প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মঙ্গলবার কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। - মঙ্গলবার কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সম্পা দাস, বিদ্যালয়ের এস এম সি ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় দত্ত, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক দেবজিৎ রায় প্রমুখ।
এদিন বিদ্যালয়ের মোট ৬৩ ছাত্র ছাত্রীকে মেধা, সাংস্কৃতিক,ডিসিপ্লিন, খেলাধুলা, অ্যাটেন্ডেন্স সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুস্তক সামগ্রী দিয়ে বার্ষিক পুরস্কারের ভূষিত করা হয়। উদ্বোধন করে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব বলেন, আজ কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে মেধা সহ বিভিন্ন বিষয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হচ্ছে।

আজ থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী মন্দিরে ঝুলন যাত্রা উৎসব শুরু

আগরতলা, ৫ আগস্ট: আজ থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী মন্দিরে ঝুলন যাত্রা উৎসব শুরু হয়েছে। এদিন ভক্তদের সমাগম ছিল খুবই ভালো। পুরোহিতের বক্তব্য। রাজন্য আমল থেকে এ প্রথা চলে আসছে। লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী মন্দিরে রাজ্য বাসীর মঙ্গল কামনায় এই পূজা করা হয়।
প্রসঙ্গত, ঝুলন যাত্রা বা ঝুলন পূর্ণিমা হল হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের মধ্যে একটি। অমাবস্যায় পরের একাদশী থেকে আরম্ভ করে শ্রাবনী পূর্ণিমা পর্যন্ত চলে উৎসবের সমারোহ। এটি দোল পূর্ণিমার পরবর্তী বৈষ্ণবদের বড়ো উৎসব। দোলনা সাজানো, ভক্তিমূলক গান, নাচ, সব মিলিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার এটি একটি বিশেষ উৎসব।
ভারতের এই উৎসবে দেশ-বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থীদের আগমন ঘটে। নবদ্বীপে ঝুলন উৎসব একটি বিশেষ আকর্ষণ। বৃন্দাবন, মথুরা আর ইসকন মন্দিরে মহা সমারোহে পালিত হয় এই ঝুলন। এই উৎসব সাধারণত শ্রাবণ মাসেই হয়ে থাকে। শৈশবে গাছের শাখায় দোলনা বেঁধে ঝুলন দোলায় দোলার স্মৃতি অনেকেরই আছে। এখনও শিশুদের দেখা যায় এমন দোলখেতে। রাধা-কৃষ্ণের শৈশব-লীলার এমনি এক স্মৃতি 'ঝুলন'।

বিশ্ব আদিবাসী দিবসে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য আওয়াজ তুলতে বললেন প্রদ্যোৎ

আগরতলা, ৫ আগস্ট: আগামী ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস। ওই দিবসে জনগণকে একত্রে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য আওয়াজ তুলতে বললেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মণ।
এদিন সামাজিক মাধ্যমে তিনি বলেন, আগামী ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস। ওই দিবস আমরা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে গর্বের সাথে উদযাপন করে থাকি। ওইদিম সকল আদিবাসী ভাই বোনদের গর্বের সাথে নিজের জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার আহবান জানিয়েছেন তিনি। এদিন তিনি মথার কর্মীদের উদ্দেশ্য এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, আগামী ৯ আগস্ট বিশ্বের আদিবাসী দিবস উপলক্ষে খুমলুং- বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই দিনে আদিবাসী সমাজের অস্তিত্ব, অধিকার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে এই কর্মসূচি আয়োজিত হচ্ছে।
এছাড়া, একই দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে প্রতিটি ব্লকে হোমচাং (মশাল) র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। এই র‍্যালির মূল উদ্দেশ্য হলো ত্রিপুরা টিএএডিসি অঞ্চলে গ্রাম পরিষদ (ভিসি) নির্বাচন অবিলম্বে সম্পন্ন করার দাবি জোরদার করা।
পাশাপাশি, এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন আজ পর্যন্ত ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন না করায় আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আপনি যেকোনো রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হোন না কেন, গ্রামে ভোট না হওয়া মানে আপনার অধিকার কেড়ে নেওয়া। এই লড়াই রাজনৈতিক নয়এই লড়াই অধিকার আদায়ের, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার। তাই ৯ আগস্ট নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একত্রে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য আওয়াজ তোলার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

ধর্মনগরে উন্মত্ত যুবকের ছুরিকাঘাতে রক্তাক্ত মা, বোন ও প্রতিবেশী, গুরুতর আহত এক

ধর্মনগর, ৫ আগস্ট: ধর্মনগরের জেলরোড মনতলা এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডে সোমবার রাতে এক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। পরিবার ও প্রতিবেশীর উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালাল বিপ্লব কুমার দেব (২০) নামে এক যুবক। অভিযুক্তের ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হন তার মা সপ্না মালাকার (৩৮), বোন বন্যা দেব (১৭) এবং প্রতিবেশী শেখর দাস (৬৮)। স্থানীয়রা দমকল কর্মীদের খবর দিলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনজনই চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে শেখর দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে, মুখে ছুরির কোপে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।
শেখর দাসের ছেলে সঞ্জীব দাস জানান, ঘটনার সময় বিপ্লব মাদকাসক্ত অবস্থায় ছিল। তবে কেন সে এই বর্বরোচিত হামলা চালাল, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। পুলিশ পারিবারিক বা প্রতিবেশীর সঙ্গে পূর্ববিরোধ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে।
এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। আহতদের চিকিৎসা চলমান এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তৎপর প্রশাসন।

চিকিৎসকের বাড়িতে চুরির ঘটনায় আটক দুই চোর, উদ্ধার চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার

আগরতলা, ৫ আগস্ট: চুরি কাণ্ডের তদন্তে নেমে দুই চোরকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার। উল্লেখ্য গত ৩রা আগস্ট দুর্গা চৌমুহনীস্থিত হার্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর রাকেশ দাসের বাড়ির মন্দির থেকে বিভিন্ন স্বর্ণালংকার চুরি হয়েছিল। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমে পুলিশ রাধানগর এলাকা থেকে বিকি তাঁতি এবং গোপাল দাস নামে দুই চোরকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার সহ একটি ছুরি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

উদ্ধার কাজে

● প্রথম পাতার পর
ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার ও সেনাসদস্যরা সক্রিয়ভাবে উদ্ধার ও ত্রাণকাজে অংশ নিচ্ছেন। তাদের দ্রুত পদক্ষেপ দুর্গত পরিস্থিতি সামাল দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উদ্ধার কাজ চলছে, নিখোঁজদের সন্ধানে অভিযান অব্যাহত।

বাঁচার জন্য

● প্রথম পাতার পর
লাল দেবনাথ বারবার কাতরভাবে বাঁচার চেষ্টা করছিল। বারবার অনুনয় করছিল কোনভাবে তাকে এখান থেকে বার করা হোক।
কিন্তু দুঃখের বিষয় দুর্ঘটনার প্রায় ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় পর্যন্ত তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন কিংবা দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তর, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরকে সাথে নিয়ে মৃত্যু পথযাত্রী মিহির লাল দেবনাথকে উদ্ধার করতে পারেনি। যদিও দুই থেকে তিনজন দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তরের কর্মী কোনভাবে উপস্থিত হয়েছিল কাটার যন্ত্র নিয়ে, সেটাও ছিল অকেজো।
এলাকার মানুষ সম্মিলিতভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিযোগ, প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে দুর্ঘটনাগ্রস্থ এক গাড়ির চালকের করুন পরিণতি ঘটেছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী দুর্ঘটনা ঘটেছে রাত্রি আড়াইটা নাগাদ, প্রশাসনিক দল ৯:৪০ মিনিট নাগাদ অবশেষে মিহির লাল দেবনাথের নিথর দেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দায়িত্ব খালাস করে।
এই দুর্ঘটনা একদিকে যেমন ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছে ঠিক অন্যদিকে আরও একবার প্রমাণ করলো যতই কাগজে-কলমে দুর্ঘটনা মোকাবেলায় দুর্যোগ মোকাবেলা বিভাগকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক না কেন, সঠিক সময়ে ব্যর্থতার পরিচয় দেন স্থানীয়রা।
তবে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে টিএসআর বারো ব্যাটেলিয়ানের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে দাবি স্থানীয়দের।

উত্তর কাশীতে ভূমিধ্বস ও বন্যায় মৃত

● **প্রথম পাতার পর** *এবং এতে পাহাড়ি অঞ্চলে ধস নেমে আসে। বর্তমানে মেঘভাঙার নির্দিষ্ট পূর্বাভাস দেওয়ার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি নেই। কারণ এই ঘটনা ছোট পরিসরে ও হঠাৎ ঘটে। তবে আবহাওয়ার উপগ্রহ চিত্র ও রাডার পর্যবেক্ষণ করে সম্ভাব্য বিপদের স্থান চিহ্নিত করা যেতে পারে। আবহাওয়া দফতরের তরফে মঙ্গলবার রাত থেকেই উত্তরাখণ্ডে 'লাল সতর্কতা' জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরকাশি, টেহরি, পিথোরাগড়, চমোলি, রুদ্রপ্রয়াগ, চম্পাওয়াত, বাগেশ্বর, নৈনিতাল, এবং উদ্যম সিং নগর জেলায় রেড ও অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। কিছু এলাকায় বজ্রপাত ও ভূমিধসেরও আশঙ্কা করা হচ্ছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উদ্ধার ও ত্রাণকার্য অব্যাহত রয়েছে এবং প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে।*

বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায়

● প্রথম পাতার পর
দেন দমকল কর্মীদের। তারা ছুটে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তার মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে।
ঘটনার বিবরনে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দ্রুতগতিতে একটি বাইক আসছিল, বাইক তিনজন ছিল, উল্টো দিক থেকে দিলীপ চৌধুরী বাইকে করে সিলিন্ডার নিয়ে রাস্তা পার করছিলেন। দ্রুতগতিতে অপর বাইকটি এসে সজোরে ধাক্কা দেয় দিলীপ চৌধুরীর বাইকে। ঘটনায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে বাইক ফেলে পালিয়ে যায় ৩ বাইক আরোহী। পুলিশ বাইকটিকে জব্দ করে তদন্ত শুরু করেছে।

অস্ত্র দেখিয়ে স্বর্ণের চেইন

● প্রথম পাতার পর
হোসেনের বাড়িতে ভাড়া থেকে রাজ মিস্ত্রির কাজ করতেন। গত রবিবার বিকাশ দাশ হঠাৎ জাকির হোসেনের ঘড়ে প্রবেশ করে জাকির হোসেনের স্ত্রীর গলায় ছুরি ধরে গলার চেইন নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। জাকির হোসেনের স্ত্রী চিৎকার করলে অন্য রাজ মিস্ত্রীরা ছুটে আসে এবং ঘটনা জেনে বিকাশ দাশকে আটক করার চেষ্টা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে বিকাশ পালিয়ে যায়।
মঙ্গলবার সকালে বিকাশ আবার কাজে জন্য উদয়পুরে আসে তখন তাকে আটক করে এলাকাবাসী। উত্তম মধ্যম দিয়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিপর্যয় মোকাবিলা

● প্রথম পাতার পর
তাকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছে বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তর। এই ঘটনায় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নিয়ে সামলাতে পারছেন না। রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে আজকের ঘটনায়। আগামীকালই বৈঠক ডেকে দপ্তর বন্টনের দাবি জানান বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন যে পাপ করছেন, তার থেকে সাধারণ মানুষ ক্ষমা করবেন না। গতকালই এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তর তৈরি রয়েছে যে কোন দুর্ঘটনা এড়াতে। কিন্তু আজই বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তর কতটুকু তৈরি রয়েছে তার প্রমাণ লক্ষ্য করা গেছে।
এদিকে এই ঘটনায় খুব প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনও। তাঁর কথায়, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিপর্যয় মোকাবেলা মহড়া করে সরকারি টাকা নষ্ট করা হচ্ছে। আজকের এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় প্রমানিত হয়েছে দপ্তরগুলি কতটুকু প্রস্তুত রয়েছে। মৃত মিহির লাল দেবনাথের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর এবং আর্থিক সাহায্যের দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক।

পদ্ম চাষ করে

● প্রথম পাতার পর
কৃষিদপ্তরের বঞ্চনা থাকাসত্বেও নিজের অর্থব্যায়করে সফলতা অর্জনকরে শান্তির বাজার মহকুমাজুরে নজীর সৃষ্টিকরলো রূপঙ্কর দেবনাথ।
রূপঙ্কর দেবনাথ উনার এই সফলতার কথা সংবাদমাধ্যমকে জানাতে গিয়ে জানান সে কলকাতায় বিএড পরিক্ষা দিতে গিয়ে সেখানে পদ্মচাষ দেখে উৎসাহিত হয়। বাড়িতে এসে মোবাইলে ইউটিউব দেখে ২ কানি জায়গায় পদ্মচাষ শুরুকরে। হায়দ্রাবাদ, কোলকাতা, কেরলা সহ ৫ টি রাজ্য থেকে ১০ প্রজাতির পদ্মফুলের বীজ সংগ্রহকরে সে পদ্মফুলের চাষ শুরু করে। বর্তমান সময়ে এই পদ্মফুল চাষ করে সে সফলতা অর্জন করেছে।
রূপঙ্কর দেবনাথ জানায় মনসা পূজার সময় ও দূর্গা পূজার সময় প্রায় ৫০ হাজার টাকার পদ্মফুল বিক্রি করা হয়। অন্যান্য সময় উদয়পুর মাতারবাড়ীতে ১০ টাকা করে একটি পদ্মফুল পাইকারি বিক্রি করা হয়। মনসাপূজায় ও দুর্গাপূজায় এই পদ্মফুল একটা ৫০ টাকা করে বিক্রি করা হয় বলে জানায়। সে জানায় যদি সরকারি সহযোগীতা পাওয়া যেতো তাহলে এই পদ্মফুলের চাষ আরো বেশি পরিমানে করা যেতো। রাজ্যের বেকারদের প্রতি বার্তা প্রদান করতে গিয়ে রূপঙ্কর দেবনাথ জানায় চাকুরির আশায় বসেনা থেকে এইভাবে ব্যাতিক্রমী কিছু করে আর্থিক দিক দিয়ে সাবলম্বী হওয়া সম্ভব। সর্বশেষে এই পদ্মফুল চাষে সহযোগীতর জন্য রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীর নিকট আবেদন করেন রূপঙ্কর দেবনাথ।

বাইক থেকে ছিটকেপড়ে

● প্রথম পাতার পর
চৌমুহনীতে আসার পর, বাইক থেকে আপনাআপনিভাবে পড়ে যায় সে। এই ঘটনা দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা মেলাঘর ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করলে, মেলাঘর ফায়ার সার্ভিস দ্রুতগতিতে এসে মিঠুন বনিককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে আসার পর, চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলো ঘোষণা করে। তবে তার শরীরে, কোন অংশে আঘাতের চিহ্ন নেই।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সে বাইক নিয়ে ঠাকুরপাড়া চৌমুহনীতে আসার পর বাইকে কাঁপতে কাঁপতে বাইক থেকে পরে হয়ে যায়। অনুমান করা, মিঠুন বনিক স্ট্রোক করে মারা গিয়েছে, তবে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকা জুড়ে।

মাউন্ট এলব্রুস জয়ে নজির

● প্রথম পাতার পর
পাহাড়ের শিখরে দেশের জাতীয় পতাকা ওড়ালেন। পিয়ালী দেবের এই কৃতিত্ব ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য একটি গর্বের বিষয়।

চাকরি দেওয়ার নামে

● প্রথম পাতার পর
এই প্রতারক সৌরভ বাবু আরো জানায়, বিলোনীয়া পোষ্ট অফিস থেকে তিন জন অজিত বাবুর বাড়িতে যাবে ভেরিফিকেশন করতে। আগামী ১১ তারিখ চাকরিতে যোগ দেবে শিল্পী দেবনাথ বলেও জানায় প্রতারক। প্রতারক সৌরভ চাকরি প্রত্যাশী শিল্পী দেবনাথের মোবাইল এ জয়েনিং লেটার এবং পুলিশের ক্লিয়ারেন্স ও পাঠিয়ে দিয়েছে সঙ্গে প্রতি মাসে বেতনের চার্ট দিয়েছে বলেও অভিযোগ। আজ আবার ১৮ হাজার ৪০০ টাকা দাবি করায় অজিত দেবনাথ এবং তার মা বিলোনীয়া পোষ্ট অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই পোষ্ট অফিসের আধিকারিক এটা সম্পূর্ণ ভূয়ো বলে তাদের থানায় যোগাযোগ করতে বলেন।
আজ বিলোনিয়া থানায় তার বিরুদ্ধে সুবিচার চেয়ে অভিযোগ দায়ের করে এবং সাংবাদিকদের কাছে সব ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে তাদের টাকা ফেরত সহ এই প্রতারক কে আটক করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানান।

নিশ্চিত জয় হাতছাড়া কসমোপলিটনের বৃষ্টির সৌজন্যে জয়ী ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হলো কসমোপলিটনের। বৃষ্টির দৌলতে অপ্রত্যাশিত জয় পেয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। টুর্নামেন্টে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস মেথডে কসমোপলিটনের বিজয় রথ থামিয়ে দিল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। পরপর তিন ম্যাচে বিজয়ী তথা জয়ের হ্যাটট্রিকের পর কসমোপলিটনকে থামতে হলো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর কাছে। অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে। পক্ষান্তরে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস আজ, মঙ্গলবার টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে।

টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী আজ পাঁচ মাঠে পাঁচটি ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য চারটি ম্যাচ শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায় এবং আগামীকাল রিজার্ভ ডে-তে শিফট করতে হয়েছে।

আজ অনুষ্ঠিত একমাত্র ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ডিএলএস মেথডে চার রানের ব্যবধানে জয়ী হয়। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল ৯ টায় যথারীতি ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কসমোপলিটন প্রথমে ব্যাটিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৫০ ওভারের খেলায় কসমোপলিটন ৪১.১ ওভার খেলে ১৩৭ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে সৌভিক চক্রবর্তী সর্বাধিক ৪০ রান পায়, ৬৪ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে।

এছাড়া, রিয়াদ হোসেনের ২৮ রান এবং উজ্জ্বয়ন বর্মনের কুড়ি রান উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর সৌরভ সরকার ৪৩ রানে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, কিশান সরকার পেয়েছে তিনটি উইকেট ২৭ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ২৬ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে ৭৬ রান সংগ্রহ করার মুহূর্তে নিশ্চিত যখন পরাজয়ের প্রহর গুনছিল তখনই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে ম্যাচ এগিয়ে নেওয়ার আর কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ডিএলএস মেথডে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর সামনে জয়ের জন্য ২৬ ওভারে ৭৩ রানের টার্গেট ঠিক করা হলে নিয়ম অনুসারে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে চার রানে জয়ী ঘোষণা করা হয়। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে সৌরভ সরকার পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

আন্তর্জাতিক আসরেও সাফল্য পেলো ত্রিপুরার সোনার মেয়ে আর্শিয়া দাস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আন্তর্জাতিক আসরেও সাফল্য পেলো রাজ্যের প্রথম আন্তর্জাতিক মাস্টারের নর্ম পাওয়া দাবাড়ু আর্শিয়া দাস।

মঙ্গলবার এক মাসের ইউরোপ সফর শেষ করলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির ওই দাবাড়ুটি। একমাসের সফরে ৩ টি আসরে অংশ নেয় পূর্ণেন্দু এবং অর্ণিশা দাসের একমাত্র মেয়েটি। ওই সফরে স্লোভাকিয়া, ফ্রান্স এবং গ্রীসে তিনটি আন্তর্জাতিক আসরে অংশ নেয় ত্রিপুরার গর্ব ওই বালিকা দাবাড়ুটি।

ওই তিনটি আসর থেকে ৭২ রেটিং বাড়ালো পূর্বোত্তরের প্রথম মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু-র সম্মান পাওয়া আর্শিয়া।

বর্তমানে ওর র‍্যাটিং বেড়ে হলো ২১৮০। গ্রীসে কাভালা উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ-১৮ বিভাগে দুরন্ত খেলে প্রথম স্থান দখল করে নিজের মনোবল কয়েকগুন বাড়িয়েছে নিয়েছে রাজ্যের গর্ব ওই দাবাড়ুটি। প্রসঙ্গত; আর্শিয়ার এখন লক্ষ্য আন্তর্জাতিক মাস্টার দাবাড়ু-র সম্মান পাওয়া। আর্শিয়ার দুরন্ত পারফরম্যান্সের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন কোচ ফি ডে মাস্টার প্রসেনজিৎ দত্ত। এছাড়া আর্শিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক এবং সচিব মিঠু দেবনাথ।

ওভালে হেরে সিরাজের নতুন নাম দিয়েছে ইংল্যান্ড দল! তাঁকে কী নামে ডাকছেন স্টোকসেরা, ফাঁস করলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার

ভারতীয় ক্রিকেটার ও সমর্থকদের কাছে তিনি 'মিঞাঁভাই'। যে ভাইয়ের উপর ভরসা করছে গোটা দেশ। কিন্তু ইংল্যান্ডের কাছে তিনি কী? ওভালে মহম্মদ সিরাজের বোলিংয়ের কাছে হার মানতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। সেই ম্যাচের পর সিরাজকে নতুন নামে ডাকছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা। সেই নাম ফাঁস করেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেন।'দ্য ডেইলি মেল'-এ হুসেন লিখেছেন, সিরাজের নতুন নাম দিয়েছেন বেন স্টোকসেরা। হুসেন লিখেছেন, "ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা সিরাজকে মিস্টার অ্যাংরি (রাগী মানুষ) বলে ডাকছে। এই সিরিজটা সিরাজের। গোটা সিরিজ জুড়ে ওর বেশ কিছু মুহূর্ত রয়েছে। লর্ডসে আউট হয়ে হতাশ সিরাজ পিচেই হাঁটু মুড়ে বসে থেকেছে। প্রতিটা উইকেট নেওয়ার পর উল্লাস করেছে। রিভিউ অসফল হলে হতাশা দেখিয়েছে। এই সব ছবিই এই সিরিজের প্রাণ।"ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা সিরাজকে 'রাগী মানুষ' বললেও হুসেন তেমন মনে করেন না। তাঁর কাছে সিরাজ এমন একজন ক্রিকেটার যিনি সব সময় বিনোদন দেন। হুসেন লিখেছেন, "সিরাজ বিনোদন দেয়। তবে হ্যাঁ, সেই সঙ্গে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ স্তরে সফল হওয়ার সব গুণ ওর আছে। প্রতিভা রয়েছে। আবেগ রয়েছে। পরিশ্রম করতে পারে। দুর্দান্ত ইয়র্কারে ক্রলি ও অ্যাটকিনসনকে আউট করেছে। পিচে বল ফেলে ভিতরে ঢুকিয়েছে। একই জায়গা থেকে আউটসুইং করেছে। ওর জন্য নতুন বল নেওয়ার সুযোগ থাকলেও শুভমন নেয়নি।চাপের মুখে সিরাজের মাথা ঠান্ডা রেখে বল করার প্রশংসা করেছেন হুসেন। তিনি লিখেছেন, "ওভালে এমন পরিস্থিতি ছিল যে, দুটো চার হলেই খেলার ছবি বদলে যেতে পারত। শুরুতেই জেমি স্মিথকে আউট করে সিরাজ বড় ধাক্কা দিয়েছে। চাপের মুখেও একটার পর একটা ভাল বল করেছে। শুভমনের সঙ্গে পরিকল্পনা করেছে। তার পর সেটা কাজে লাগিয়েছে। একটু এদিক ওদিক হলেই ওকে খলনায়ক করা হত। কিন্তু ও নায়ক হয়ে উঠেছে। ওর আবেগ রয়েছে। কিন্তু চাপের মধ্যে ঠান্ডা মাথায় নিজের কাজটাও করতে পারে।"ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ শেষ হয়েছে। তাই মন খারাপ হুসেনের। তাঁর মতে, এই সিরিজ দেখিয়ে দিয়েছে কেন টেস্ট এখনও ক্রিকেটের সেরা ফরম্যাট। তিনি লিখেছেন, "সিরিজ শেষ হয়ে গেল। মন খারাপ করছে। এত দুর্দান্ত একটা সিরিজ হল। মাঝে মাঝে ভাবি, কোন সাহসে কেউ টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে প্রশ্ন তোলে। দেড় মাস দুটো দল নিজেদের সব দিয়ে লড়েছে। ওভালে শেষ দিনের ভর্তি মাঠ বুঝিয়ে দিচ্ছে, কেন এই ফরম্যাট সেরা। এই সিরিজ টেস্টের মান অনেক উঁচুতে নিয়ে গিয়েছে।"

আর 'গম্ভীর' নন ভারতীয় কোচ! সিরাজেরা জিততেই বোলিং কোচের কোলে হেড স্যর, চোখে জল, ভারতের সাজঘরের ছবি প্রকাশ্যে

বসে থাকতে পারছেন না কেউ। ছটফট করছেন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। ম্যাচ জেতার পর উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরণ। সোমবার ওভালে ৫৩ বলের মধ্যে ইংল্যান্ডের শেষ ৪ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচ জিতেছে ভারত। ড্র হয়েছে সিরিজ। সেই সময় ভারতের সাজঘরের কেমন অবস্থা ছিল তা প্রকাশ্যে এনেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।সমাজমাধ্যমে একটা ভিডিয়ো দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেখানেই দেখানো হয়েছে সাজঘর ও মাঠের অবস্থা। ভিডিয়োর ক্যাপশনে লেখা, "বিশ্বাস, প্রত্যাশা, উল্লাস! ওভালে ভারতের বিশেষ জয়ের পর আবেগের বিস্ফোরণ।" ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, সাজঘরে সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে, মর্নি মর্কেল, সীতাংশু কোটাক ও বাকি সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে রয়েছেন গম্ভীর। তাঁদের চোখ মাঠের দিকে। তখন ইংল্যান্ডের জিততে দরকার ১৭ রান। ভারতের চাই ২ উইকেট। সেই পরিস্থিতিতে ভারতীয় দলের অন্দরে বিশ্বাস রয়েছে যে তাঁরা জিতবেন। সেই বিশ্বাস ধরা পড়েছে গম্ভীরদের চোখেমুখে। শেষ দিকে যখন ইংল্যান্ডের ৭ রান দরকার ও ভারতের ১ উইকেট চাই, তখন সাজঘরে দাঁড়িয়ে ছটফট করছেন গম্ভীর। বাকিরা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। সকলেই প্রত্যাশা করছেন যে তাঁরা জিতবেন।মহম্মদ সিরাজের বলে গাস অ্যাটকিনসনের স্টাম্প ছিটকে যাওয়ার পরেই উল্লাস শুরু হয় ভারতের সাজঘরে। গম্ভীরকে ধরে রাখা যাচ্ছিল না। মর্কেল, দুশখাতেদের জড়িয়ে ধরে লাফাচ্ছিলেন তিনি। তার পর দেখা যায়, বাকি সব সহকারী কোচ গম্ভীরকে কোলে তুলে নিয়েছেন। গম্ভীর সাধারণত গম্ভীরই থাকেন। এতটা উল্লাস বা আবেগ তিনি দেখান না। কিন্তু এই ম্যাচের পর পারেননি। মর্কেলকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন গম্ভীর। ওভালে হারের মুখ থেকে জিতে সিরিজ ড্রয়ের পর গম্ভীরের উচ্ছ্বাস বুঝিয়ে দিয়েছে কতটা স্বস্তি পেয়েছেন তিনি।সেই উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে মাঠেও। ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ম্যাচ জিতে ক্রিকেটারেরা উল্লাস করছেন। শুভমন গিল, সিরাজ, লোকেশ রাহুল, আকাশদীপ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণেরা দর্শকদের ধন্যবাদ দিচ্ছেন। একে অপরকে জড়িয়ে ধরছেন। মাঠে নেমে পড়েছেন কোচেরাও। শুভমনকে জড়িয়ে ধরে গম্ভীরের উল্লাস বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন যুগের সূচনা হয়ে গিয়েছে। বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা।

ওভালের জয়ে স্বস্তিতে গম্ভীর, তিন বাক্যে নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন ভারতীয় দলের কোচ

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ ড্র করে দেশে ফিরছে ভারতীয় দল। দু'দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গিয়েছে গোটা সিরিজেই। ওভালে শেষ টেস্টে জয় স্বস্তি দিচ্ছে কোচ গৌতম গম্ভীরকেও। সিরিজ শেষ হওয়ার পর সমাজমাধ্যমে নিজের প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ভারতীয় দলের কোচ।নিউ জিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে ০-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হার। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ১-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হার। টেস্ট দলের কোচ হিসাবে গম্ভীরের দক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ ড্র কোচ গম্ভীরকে কিছুটা হলেও অক্সিজেন দেবে। সোমবার ওভালে শুভমন গিলদের রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর সমাজমাধ্যমে প্রথম প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন গম্ভীর। তিনি যা লিখেছেন, তার অর্থ "আমরা কিছু ম্যাচ জিতব, কিছু হারব। কিন্তু আমরা কখনও আত্মসমর্পণ করব না। শাবাশ ক্রিকেটারেরা।"ম্যাচের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি গম্ভীর। সমাজমাধ্যমে তিন বাক্যে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাছে যে লড়াইটাই আসল, তা-ও বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় দলের কোচ। তিনি ক্রিকেটারদের হার না মানা লড়াইয়ে খুশি।পাঁচ টেস্টের সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ওভালের ২২ গজে নেমেছিলেন শুভমনেরা।

বিশালগড়ে 'রান ফর হোপ' ম্যারাথনে আকাশ, স্নেহা সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন আয়োজিত 'রান ফর হোপ' তথা ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা রাজ্য থেকে প্রচুর সংখ্যক বালক-বালিকা এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। বিধায়ক সুশান্ত দেব-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এই বিশালগড় ম্যারাথনের আয়োজক তথা ব্যবস্থাপনায় ছিল রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের বিশালগড় মহকুমা কার্যালয়। দূরপাল্লার ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় বালক বিভাগে প্রথম ১০ জনের মধ্যে রয়েছে আকাশ বর্মন, তনয় ভৌমিক, মোবারক হোসেন, নিশান্ত মজুমদার, পলাশ দেবনাথ, শাহাবুদ্দিন মিয়া, নীলকান্ত দেবনাথ, শরীফ আহমেদ, আলিফ মিয়া, কর্ণজিৎ দাস; বালিকা বিভাগে প্রথম ১০ জনের মধ্যে রয়েছে স্নেহা দেব, দেবলীনা লোধ, জয়শ্রী শাহ, তৃষা দে, অঙ্কিতা দেবনাথ, রিমসা মিত্র, সুইটি দেবনাথ, পূর্ণিমা বেগম, পাপিয়া পাল, মৌসুমী দেব। আগামী ১৫ই আগস্ট সিপাহী জেলার বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত অভয়ারণ্য প্রাঙ্গনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে বলে সংবাদপত্রে জানা গেছে।

জাতীয় দাবায় খেতাবের দৌড়ে এগিয়ে আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। খেতাবের দৌড়ে এখনও রয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় সর্বকনিষ্ঠ ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যায় দাস। সাত রাউন্ডে ছয় পয়েন্টে। আপাতত ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ত্রিপুরার আরাধ্যা। মহারাষ্ট্রের জলগাঁও অনুষ্ঠিত অনূর্ধ ১১ জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতায়। মঙ্গলবার সকালে ষষ্ঠ রাউন্ডে তেলেঙ্গানার দাবাড়ুর বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার পর বিকেলে ঝাড়খণ্ডের দাবাড়ু দিসিতা দের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করে আরাধ্য। রাজ্যের অপর দাবাড়ুদের মধ্যে অদ্রিজা সাহা এবং আদ্দা দেও-র পয়েন্ট সাড়ে তিন। শিবাদ্রিতা দেবনাথের পয়েন্ট ২। ৬ রাউন্ড শেষে অভ্রনীল দে এবং অন্তরীপ আচারিয়ার পয়েন্ট তিন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত ওই দুজনের সপ্তম রাউন্ডের খেলা চলছে।

'সেরা পাঁচ টেস্টের সিরিজ'! ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজকে সকলের উপরে রাখছেন ইংল্যান্ডের কোচ

২০১৭-১৮ সালের অ্যাশেজ সিরিজে পাঁচটা টেস্টই পাঁচ দিনে গড়িয়েছিল। তার সাত বছর পর আবার সেই ছবি দেখা গিয়েছে। ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের পাঁচটা ম্যাচই পাঁচ দিনে গড়িয়েছে। এই সিরিজ তাঁর দেখা সেরা, জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। এই সিরিজকে সকলের উপরে রাখছেন তিনি।ওভাল টেস্ট শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ম্যাকালাম বলেন, "আমার দেখা ও অংশ নেওয়া সেরা পাঁচ টেস্টের সিরিজ এটা। ছ'সপ্তাহ ধরে টান টান লড়াই হল। এই সিরিজে সব দেখেছি। দু'দল একে অপরকে সম্মান করেছে। কখনও ক্রিকেটারদের মধ্যে লড়াই হয়েছে। আবার কখনও বন্ধুত্ব হয়েছে। কখনও দু'দলই দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে। আবার কখনও চাপের মুখে খারাপ ক্রিকেট খেলেছে। একটা সিরিজে এর থেকে বেশি আর কী দেখা যাবে। সেই জন্যই তো দু'দলকে আলাদা করা যায়নি। আমার মতে ২-২ এই সিরিজের সেরা ফল।"ম্যাকালাম জানতেন, ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ হবে না। জানতেন, তাঁদের পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে। ইংরেজ কোচ বলেন, "আমরা সিরিজের আগেই জানতাম, কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে চলেছি। জানতাম, ভারতের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক ভাবে আমাদের শক্তির পরীক্ষা হবে। সিরাজ যখন শেষ উইকেটটা নিল, আমি খুব হতাশ হয়েছিলাম। পাশাপাশি ওকে সম্মানও জানিয়েছি। ও যা করেছে তা ভাবা যায় না।"ওভালে জেতার সুযোগ ছিল ইংল্যান্ডের। ৩৭৪ রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় ৩০০ রানে ৩ উইকেট ছিল তাদের। সেখান থেকে হেরেছে ইংল্যান্ড। সুযোগ হারিয়েছে তারা। তবে ম্যাকালাম মনে করেন, পুরো সিরিজে দু'দলই অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে। ইংরেজ কোচ বলেন, "পুরো সিরিজ জুড়ে অনেক সুযোগ এসেছে। ভারতও সুযোগ নষ্ট করেছে। হেডিংলে ও লর্ডসে ওরা জিততে পারত। সেখানে আমরা খেলায় ফিরেছি। এখানে ভারত খেলায় ফিরেছে। এটাই তো টেস্ট ক্রিকেট।"ওভালে প্রথম ইনিংসে 'বাজবল' খেলা শুরু করেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে একটা সময়ের পর উইকেট হারিয়েছে তারা। দ্বিতীয় ইনিংসেও হ্যারি ব্রুক 'বাজবল' খেলেছেন। সেটা করতে গিয়ে শতরানের পর আউট হয়েছেন তিনি। সেখান থেকেই ইংল্যান্ডের পতনের শুরু। তবে ম্যাকালাম মনে করেন না যে তাঁদের খেলার ধরনে কোনও সমস্যা হয়েছে। উল্টে তাঁর মতে, আক্রমণাত্মক ক্রিকেট থেকে সরে ভুল করেছেন তাঁরা।

ম্যাকালাম বলেন, "আমার মনে হয়, খেলার ধরন বদলে আমরা সমস্যায় পড়েছি। আমরা যখন আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলি তখনই জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। ব্যাট হাতে সাহসী ক্রিকেট খেলতে হবে। সেটা দলের সকলে জানে। আমরা জানি, হয়তো কিছু ম্যাচ হারব। কিন্তু এই খেলার ধরন থেকে সরব না।

ইংরেজ বধে গাভাসকরের কণ্ঠে 'মেরে দেশ কি ধরতি', ওয়ার্কলোড নিয়েও সাফ কথা, 'জওয়ানরা তো'

তিনি যেন ভারতীয় ক্রিকেটের অভিভাবক। কিংবদন্তির তকমা ভুলে কখনও তিনি শুধুই টিম ইন্ডিয়ার ভক্ত। আবার ভুলত্রুটিতে কঠোর সমালোচক। তিনি সুনীল গাভাসকর। ওভালে ভারত জেতার পর যেমন তিনি গেয়ে উঠলেন, 'মেরে দেশ কি ধরতি'। আবার ওয়ার্কলোড নিয়েও তোপ দাগলেন সানি।এক এক করে বলা যাক। ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে ধারাভাষ্য দিয়েছেন গাভাসকর। ওভালে ম্যাচের পর সব ধারাভাষ্যকারদের নিয়ে নেমে পড়লেন মাঠে। পাশে চেতেশ্বর পূজারা। সানি গান ধরলেন, 'মেরে দেশ কি ধরতি'। সত্যিই তো, এই দেশ জন্ম দিয়েছে গাভাসকর, শচীন তেণ্ডুলকর, বিরাট কোহলিদের মতো 'হিরে-মতি'দের। সেই ধারা বজায় রাখছেন শুভমান গিলরা। তাঁর নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের মাটিতে পিছিয়ে থেকেও অবিশ্বাস্য ড্র। তার উপর এটা তো আবার স্বাধীনতার মাস। বাউন্ডারির ধারে গানের সঙ্গে নাচের ছন্দেও পা মেলালেন তিনি।তবে কড়া অভিভাবকের ভূমিকা নিতেও পিছপা নন গাভাসকর। সদ্য সমাপ্ত সিরিজে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে ওয়ার্কলোডের কথা। তবে সেটা মূলত জশপ্রীত বুমরাহকে নিয়েই। যদিও কারও নাম না করে গাভাসকরের স্পষ্ট কথা, "যদি তুমি সর্বক্ষণ ওয়ার্কলোড নিয়ে কথা বলো, তাহলে কখনই সেরা প্লেয়ার হতে পারবে না। হ্যালো, তুমি দেশের জন্য খেলছে। আর যখন দেশের হয়ে খেলবে, তখন কোথায় চোট, কোথায় আঘাত, এসব ভুলে নামবে।"তাঁর সংযোজন, "তোমার কি মনে হয়, দেশের জওয়ানরা অভিযোগ করেন? যখন তাঁদের প্রবল শীতের মধ্যে কাজ করতে হয়। তাঁরা দেশের জন্য জীবন দিতে পর্যন্ত তৈরি থাকেন। তোমাকেও দেশের জন্য সেরাটা দিতে হবে। ঋষভ পন্থ কী শেখাল? ভাঙা পা নিয়ে ও ব্যাট করতে নেমেছে। এরকম মানসিকতাই দলে দরকার। পাঁচ টেস্ট খেলা সিরাজকে দেখো। টানা বল করে গিয়েছে। দেশের হয়ে খেলাটা গর্বের, সৌভাগ্যের। সেটাকে হালকাভাবে নিও না।"

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION FOR SUPPLY OF STAINLESS STEEL WATER COOLER WITH RO UNIT UNDER SILACHARI RD BLOCK

Notice inviting on behalf of Silachari R.D. Block invites sealed quotation of rates of lowing mentioned items from the bonafied registered Merchants/ Co-Operative Societies/Lamps/ Packs/Bonafied Experienced and Resourceful Government Order Suppliers for supply of following required quantity of items under Silachari R.D. Block.

Sl No.	Name of Item	Brand Name	Qnt	Particulars
1	Stainless Steel Water Cooler With RO Unit	Bluestar	08	Stainless Steel Water Cooler With RO Unit (80 Ltr Capacity) and Complete Installation At Site

The Quotation should be dropped to the Quotation / Tender Box in the chamber of undersigned from 04/08/2025 to 13/08/2025 (Time: 10.00 AM to 3.00 PM) every day except Government Holidays.
The same will be opened on 13/08/2025 at 3.00 PM in the chamber of the undersigned if possible. For details contact the O/o the undersigned.

ICA/C-1756/25

Block Development Officer
Silachari R.D. Block

EXTENSION OF DATE FOR SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The last date of submission of sealed quotation vide No.F.11 (1-1)-DHE/STAT/2023(L-II) Dated 18/07/2025 from reputed CA Firms for Verification and Certification of Utilization Certificate of Expenditure for All India Survey on Higher Education (AISHE) grant-in aid under HESPIS Scheme from FY 2023-24 to 2024-25 in the office of the Directorate of Higher Education, 1st Floor Shiksha Bhavan, Office Lane, Agartala, Tripura has been extended up to 12/08/2025.
The detailed terms & conditions are available in the web-site of Higher Education Department https://highereducation.tripura.gov.in. The quotations should reach to the undersigned on or before 12/08/2025 by 3-00 P.M during office hours positively.

Sd/-
(Animesh Debbarma)
Addl. Secretary & Director Education (Higher) Department, Tripura Shiksha Bhavan, 1st Floor Office Lane, Agartala-799001.

ICA/C-1751/25

This is for information to the Food Business Operators (FBOs) that State Appellate Tribunal of Tripura notified vide No.F.13(1-34)-DFWPM/PFA/2010 dated 23/05/2012 is existing.

Sl No.	Name of the Officials	Area of Jurisdication
1	District Judge of Judicial District, as "Presiding Officer of the Food Safety Appellate Tribunal"	Unakoti, North & Dhalai District
2	District Judge of Judicial District, South Tripura as "Presiding Officer of the Food Safety Appellate Tribunal"	Gomati & South District
3	District Judge of Judicial District, West Tripura as "Presiding Officer of the Food Safety Appellate Tribunal"	West, Sepahijala & Khowai District

ICA/D-700/25

Commissioner of Food Safety, (Secretary, Health & Family Welfare) Government of Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: 01/CONST/SP (SPJ)/ 2025-26 DT. 31//07/2025

The Superintendent of Police, Sepahijala District, Bishramganj invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/OtherState PWD up to 3.00P.M on 21/08/2025 for the following works:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	COST OF TENDER FORM	TIME FOR COMPLETIO[illegible]	[illegible] DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	[illegible]NG AND BIDDING AT [illegible]	CLASS OF BIDDER
1	Construction of Dining hall on the top floor of SP(SPJ) office building, Bishramganj, Sepahijala Distt. by providing full wall (5.) with TTS structure, pre-pre-painted Galvalume sheet roofing, PVC ceiling and Vitrified tiles in/c corridor shed etc. DNI e-T No: 01 /CONST/SP (SPJ)/ 2025-26	Rs. 1866994.00	Rs 37340.00	Rs 1000.00	90 Days	21/08/2025 up to 15.00 Hours	21/08/2025 Time 15.30 Hours	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. There will be no option for offline bid/Physical dropping of tender. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.
Earnest Money Deposit (EMD) and Bid Fee (Tender fee) are to be paid through online portal only the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in.Bid Fee as applicable, is Non- Refundable. The Bidders' EMD amount shall be refunded to the bidder, after the "Award of Contract (AoC)" event is completed in the Tripura e-Procurement Portal, and only on receipt of "Performance Bank Guarantee" from the LI Bidder in Physical Form.
The successful Bidder (L) will also have to deposit Bank Guaranty as security deposit prior to Award of Contract (AoC) and however, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to spspi@tripurapolice.nic.in
Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Superintendent of Police, Sepahijala District, Bishramganj, and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to spspi@tripurapolice.nic.in

Note: NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.

ICA/C-1744/25

Superintendent of Police
Sepahijala District, Bishramganj

রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতিতে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার প্রয়াস নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ আগস্ট: সংস্কৃতি আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শান্তি লাভের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী মিশ্র সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার প্রয়াস নিতে হবে। এজন্য সংস্কৃতির উন্নয়নকে গণআন্দোলনে পরিণত করতে হবে।
আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে পুনর্গঠিত রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির প্রথম সভায় আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। উল্লেখ্য, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। পুনর্গঠিত এই কমিটিতে মোট ৩৯ জন সদস্য সসভায় আলোচনার পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী পুনর্গঠিত রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সদস্যাদের সঙ্গে পরিচিত হন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংস্কৃতি হলো একটি সমাজের অলংকার। বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উদ্ভাবনী চিন্তাধারায় নিজস্ব সংস্কৃতির আধুনিকীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী মিশ্র সংস্কৃতিকে যত্ন করে লালন পালন করার বিষয়েও সচেষ্ট থাকতে হবে। এক্ষেত্রে জাতি জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে বজায় রেখে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নতুনত্ব আনার প্রয়াস নিতে হবে। তবেই যুব সমাজকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায়শই দক্ষতা উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তাই সংস্কৃতি সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দক্ষতা উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্যের যে কোনও অঙ্গনের শিল্পীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। গ্রামস্তর থেকে প্রতিভাবান শিল্পীদের খুঁজে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, আধুনিকতার চাপে কীর্তন, পুতুল নাচ, যাত্রার মতো ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে। উদ্ভাবনী চিন্তাধারার মাধ্যমে এগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস নিতে হবে। সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা এবং রাজ্যের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে সংরক্ষণ ও তার ব্যাপক প্রচার প্রসারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানান।
সভায় আলোচনা করতে গিয়ে রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে জাতি, জনজাতি নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী স্বাগত আলোচনায় দপ্তরের বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১৯টি নতুন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বার্ষিক পঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থাকে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়ে থাকে। এই অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ২৪টি সাংস্কৃতিক সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। এছাড়া, তিনি রাজ্যের সিগনেচার ফেস্টিভেল আয়োজন, ব্লকস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত ত্রিপুরা আইডল আয়োজন সহ কালচারেল পলিসি তৈরির বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সভায় প্রস্তাব রাখেন।
সভায় উপদেষ্টা কমিটির অন্যান্য সদস্য সদস্যারাও রাজ্যের সংস্কৃতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতামত তুলে ধরেন। সভায় এছাড়াও আলোচনা করেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট:সহায়ক মূল্যে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার ফলে কৃষকরা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছেন। মঙ্গলবার খোয়াইয়ে ধান ক্রয় কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন ওয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়।
দীর্ঘ বছর কৃষকরা এ রাজ্যে বঞ্চিত ছিল।কিন্তু ২০১৮ সালের পর রাজ্য সরকার পরিবর্তন হওয়ায় রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করছে। এই ধান কৃষকরা সুলভ মূল্যে বিক্রি করতে পারছেন।তাতে কৃষকরা খুবই উপকৃত হচ্ছেন। একটা সময় কৃষকরা কৃষি জমিতে নামতে চাইতো না। কারণ তাদের অনেক ধার দেনায় পড়তে হতো। কিন্তু রাজ্যে বিকাশ মুখী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষকের বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকার। প্রত্যেকটা কৃষক আজ খুশি।
অফিসটিলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথাগুলি বলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়। এদিন এছাড়াও সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন টিংকু ভট্টাচার্য, ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম অধিকারী থেকে শুরু করে দপ্তরের কর্মকর্তারা।

অমরপুরে সহায়কমূল্যে ধান কেনার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে অমরপুরেও ন্যূনতম সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে আজ রবি মরশুমের ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অমরপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা শুরু হয়েছে। প্রতি কেজি ধানের সহায়কমূল্য ২৩ টাকা ধরা হয়েছে।
এই ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে অম্পি কৃষি মহকুমা, অমরপুর কৃষি মহকুমা এবং করবুক কৃষি মহকুমার কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করা হবে। এই ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়া আগামী ১৪ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। অমরপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে ন্যূনতম সহায়কমূল্যের ধান ক্রয়ের কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্করানন্দ সাহা, মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী প্রমুখ। ধান ক্রয়ের শুরুতে বিধায়ক রঞ্জিত দাস ধান ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত ৩ জন কৃষককে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন।

মুজাফফর আহমেদের ১৩৭তম জন্ম জয়ন্তী পালিত

আগরতলা, ৫ আগস্ট: সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক কমরেড মুজাফফর আহমেদের ১৩৭তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয় দশরথ দেব স্মৃতিভবনে। এদিন মুজাফফর আহমেদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত নেতৃত্বরা।
মুজাফফর আহমেদের অবদান সর্মকে বলতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ততালীন অবিভক্ত বাংলায় জন্ম গ্রহন করেন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। সেখানে পঠন পাঠন শেষে কলকাতায় এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির গঠনেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

স্মার্ট হয়েছে শাসকদলের কিছু লোক হয়নি রাস্তাঘাট, পানীয় জল ঃ জিতেন্দ্র

আগরতলা, ৫ আগস্ট: ত্রিপুরার রাস্তাঘাট, পানীয় জল কিছুই স্মার্ট হয় নি। কিন্তু স্মার্ট হয়েছে শাসক দলের কিছু লোক।
আজ রাধানগর সিপিআইএমের গণঅবস্থানে এমনটাই শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।
আজ বিদ্যুৎ, সিএনজি, পিএনজি, পানীয় জল, গোমতী দুধ এর বর্দতি মূল্য প্রত্যাহার, স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার এবং স্থানীয় সমস্যা দুরীকরণের দাবিতে রাধানগর স্ট্যান্ডের বিপরীতে অভিনন্দন বিয়ে বাড়ির পাশে গণঅবস্থান সংগঠিত করে সিপিআই (এম) অভয়নগর অঞ্চল কমিটি। এদিনের গণঅবস্থানে উপস্থিত ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।
এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, স্মার্ট হয়নি ত্রিপুরা রাজ্য এবং আগরতলা শহর। স্মার্ট হয়েছে শাসকদলের বিধায়ক, কর্পোরেটর এবং মন্ডল নেতারা। আর নাগরিক পরিষেবা লাটে উঠেছে আগরতলা শহরে। তাঁর কটাক্ষ, যাঁরা নির্বাচনে জবর দখল করে ছাপ্পা ভোট দিয়ে কর্পোরেটর, বিধায়ক হয়েছেন আর তাদেরকে বিত্ত করে যারা মন্ডলের নেতা হয়েছেন, পৃষ্ঠাপ্রমুখ হয়েছেন। তাদের বাড়িঘর স্মার্ট হয়েছে, তাদের চেহারা স্মার্ট হয়েছে, তাদের অর্থ সম্পত্তি স্মার্ট হয়েছে।
তিনি বলেন, আগরতলা শহর থেকে শুধু নর্দমার জল ছড়ালে চলবে না। ত্রিপুরা থেকে বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপরা মথা নামক জঞ্জালকে পরিষ্কার করতে হবে।
ত্রিপুরার রাস্তাঘাট, পানীয় জল কিছুই স্মার্ট হয় নি। কিন্তু স্মার্ট হয়েছে শাসক দলের কিছু লোক।

শিক্ষাকে সার্বজনীন করার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করেছে: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: একটি দেশের আমূল পরিবর্তন করতে হলে চাই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। দেশে ২০২০ সালে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তন করা হয়। আমাদের আশা নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে আগামী দিনে আগামী প্রজন্ম হবে শিক্ষিত ও কর্ম উদ্যোগী। তারা সমাজের বোঝা হয়ে থাকবে না। উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ আজ নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অডিটোরিয়ামে "জাতীয় শিক্ষানীতির অর্ধ দশক উদযাপন: ত্রিপুরার কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে তার পূর্ণতা প্রাপ্তি, বাধা বিপত্তি ও আগামী দিনের লক্ষ্য" শীর্ষক এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে একথা বলেন। আলোচনাচক্রে বিভিন্ন কারিগরি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ অংশ নেন। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, টেকনিক্যাল খন্ড এবং অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ যৌথভাবে এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করে।
আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ বলেন, সমাজের সকলস্তরের সন্তান যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২০ সালে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করেন। এর আগে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বৃটিশ প্রণিত। যা লর্ড ম্যাকলে সাহেব প্রবর্তন করেছিলেন। বৃটিশ প্রণিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সবার শিক্ষার সুযোগ ছিল না। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পর জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়। তিনি বলেন, একটি দেশের আমূল পরিবর্তন করতে চাইলে আগে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যেই জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভারত কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ মাতৃভাষায়, আঞ্চলিক ভাষায় এবং সংবিধান স্বীকৃত ২২টি ভাষায় শিক্ষা দেবার সংস্থান রাখা হয়েছে। এর সফল বাস্তবায়ণে শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, একটি দেশের জনগণ কতটুকু শিক্ষিত তার উপর সে দেশের উন্নয়নের পরিমাপ নির্ধারিত হয়। শিক্ষাকে সার্বজনীন করার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করেছে। তিনি বলেন, যতই চ্যালেঞ্জ আসুক না কেন আমরা জাতীয় শিক্ষানীতিকে এগিয়ে নিতে চাই। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ণে আজ রাজ্য এগিয়ে চলেছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে ডিজিট্যাল এডুকেশন, ই-ক্লাস, এমওওসিএস, এস ডব্লিও এ ওয়াই এ এম ইত্যাদির অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য ত্রিপুরা পুরস্কৃত হয়েছে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিকে ওয়াই ফাই-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আমরা রাজ্যকে এডুকেশন হাব হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।
আলোচনাচক্রে এছাড়া বক্তব্য রাখেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের সভাপতি তীর্থ রাম রিয়াং, ধলাই জেলা পলিটেকনিক কলেজের লেকচারার ড. শণৎ কুমার পাল ও হাঁপানিয়াস্থিত মহিলা পলিটেকনিকের লেকচারার অপূর্ব কুমার সাহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রিন্সিপাল ইনচার্জ বিজয় কুমার উপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে এবিআরএসএম-এর সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ রায় চৌধুরী উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর হাতে একটি ড্রাফট রিপোর্ট তুলে দেন। আলোচনাচক্রের পর উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী এই ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সেমিনার হলে এই সংস্থার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে বিভিন্ন বিভাগের পর্যালোচনা করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা।

উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে জনসংযোগ ও প্রচার অভিযান মন্ত্রী বিকাশ

আগরতলা, ৫ আগস্ট: আগামী ৯ আগস্ট 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' উপলক্ষে রাজধানী আগরতলায় বিজেপি প্রদেশ জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এই মহাসমাবেশকে সর্বাঙ্গীন সফল করতে রাজ্যের বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে চলছে জনসংযোগ ও প্রচার অভিযান। তারই অংশ হিসেবে ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে এক বিশেষ বাজার সভার আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার।
এই দিনটির সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সভায় তিনি বলেন, উপজাতি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বর্তমান বিজেপি সরকার যেভাবে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তা বিগত ৩৫ বছরের প্রশাসনিক ইতিহাসে নজিরবিহীন। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামগুলিতেও সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "যে সমস্ত উপজাতি পরিবার এতদিন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, কর্মসংস্থান সহ মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, আজ তাঁদের জীবনে পরিবর্তনের ছোঁয়া এসেছে। এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির কথা আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ৯ আগস্টের জনসভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তাই প্রত্যেকটি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা থেকে ব্যাপক অংশগ্রহণ জরুরি।"সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস, এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা, মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক ওয়াথারাই মলমুস এবং অন্যান্য শাখার নেতৃত্বগণ।
বক্তারা তাঁদের ভাষণে বর্তমান সরকারের অধীনে উপজাতি সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির দিকগুলো তুলে ধরেন এবং জনসমাবেশে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।বাজারসভায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও উল্লেখযোগ্য।
এতে বোঝা যায়, ৯ আগস্টের জনসভায় উপজাতি সমাজের মানুষেরা বিপুল সংখ্যায় অংশ নেবেন এবং বর্তমান সরকারের উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে নিজেদের উৎসর্গ করবেন।এই সভার মাধ্যমে মুঙ্গিয়াকামি অঞ্চলে জনমত গঠনের একটি শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এই বাজার সভায় মুঙ্গিয়াকামি বাজার এলাকাসহ আশপাশ এলাকা জনজাতি অংশের মানুষেরা যোগদান করে।

নেশা নয় চাকুরী চাই- এই স্লোগান সামনে রেখে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের রাজ্যভিত্তিক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট:নেশা নয় চাকুরী চাই- এই স্লোগান সামনে রেখে মঙ্গলবার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের রাজ্যভিত্তিক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা সহ অন্যান্যরা।
এইদিনের সভায় আলোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, লক্ষ্য স্থির করে রাখুন। ২০২৮ সালে রাজ্যে সরকার পরিবর্তন করবে কংগ্রেস। ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসে কংগ্রেস দলে যোগদানকারীদের জায়গা দেওয়া যাবে না। তবে মনে রাখতে হবে যারা মানুষের বাড়িঘর ভেঙেছে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, বলপূর্বক চাঁদা আদায় করেছে, তাদের মতো কোন ক্রিমিনালকে কংগ্রেস বলে জায়গা দেওয়া হবে না।
তিনি বলেন, রাজ্যে নির্বাচিত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটা সরকার রয়েছে। কিন্তু নেশার বিরুদ্ধে কোনরকম পদক্ষেপ গ্রহণ হচ্ছে না। এই দোষ কাকে দেবে বলে প্রশ্ন তুলেন সুদীপ রায় বর্মন। যুব সমাজকে নেশার বিরুদ্ধে সচেতন করতে এবং সঠিক দিশা দেখাতে আগামী দিন সাব্রুম থেকে আগরতলায় এবং চুরাইবাড়ি থেকে আগরতলা পর্যন্ত একটি পদযাত্রা আয়োজন করার জন্য যুব কংগ্রেসকে আহবান জানান তিনি।
এবং এ পথযাত্রার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বাজার হাটে এবং জনবহুল এলাকায় নেশার বিরুদ্ধে যুব সমাজকে সচেতন করার জন্য লিফলেট বিতরণ ও সভা করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন আরো বলেন, যারা বিভিন্ন ব্লক কংগ্রেস ও জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেন তাদের উপর নির্ভর করবে আগামী দিন ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ। ভারতীয় জনতা পার্টির পাশে নেই মানুষ, তাদের থেকে মানুষ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

বাপের বাড়িতে নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ আগস্ট: বাপের বাড়িতে নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক গৃহবধূ। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে মৃত্যু সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে সে।
জানা যায়, ১২ থেকে ১৩ বছর পূর্বে উদয়পুর গোকুলপুর এগ্রিকালচার চৌমুহনী এলাকার এক যুবতীর বিয়ে হয় যতনবাড়ি এলাকায়। বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে তেমন কোন অশান্তি ছিল না। কিছুদিন পূর্বে গৃহবধূ অসুস্থ হয়ে পরে। তার চিকিৎসাও চলছিল। ৪ থেকে ৫ দিন পূর্বে গৃহবধূকে তার শ্বশুর তার বাপের বাড়িতে দিয়ে যায়। গৃহবধূর মায়ের কাছে ঔষধ ক্রয় করে দিয়ে যায়। এবং বলে যায় গৃহবধূ কিছুটা সুস্থ হলে জানানোর জন্য।
তারপর তিনি পুনরায় পুত্র বধূকে নিয়ে যাবেন। গৃহবধূর মায়ের বক্তব্য মঙ্গলবার সকালে মেয়েকে স্নান করিয়ে ঘরে রেখে প্রতিবেশীর বাড়িতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় চিৎকার শুনতে পেয়ে বাড়িতে ছুটে যান। বাড়িতে গিয়ে দেখতে পান মেয়ের শরীরে আগুন। তিনি আরও জানান ঘটনার সময় বাড়িতে ওনার বড় মেয়ে ছাড়া ওনার মূক বধির ছোট মেয়ে ছিল।
চিৎকার শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নিভায়। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীর কর্মীদের। দমকল বাহিনীর কর্মীরা অগ্নিদগ্ধ বধূকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। গোমতী জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক জানান আহত গৃহবধূর অবস্থা আশঙ্কা জনক। আহত বধূর শরীরের প্রায় ৮৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়েছে। আহত বধূর অবস্থা বর্তমানে আশঙ্কা জনক।

ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের নিয়ে দ্বিচারিতা করছে প্রদ্যোৎ : বিরোধী দলনেতা

আগরতলা, ৫ আগস্ট: ভিলেজ কমিটি নির্বাচন সঠিক সময় না হলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। বিজেপির সঙ্গে এক ঘরে থেকে, এক থালে ভাত খেয়ে, এক বিছানায় শুয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন তিনি। আজ প্রদ্যোতের বক্তব্যকে ঘিরে এমনভাবেই তাঁকে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর কথায়, ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দ্বিচারিতা করছে প্রদ্যোৎ। সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন তিনি।
বিরোধী দলনেতা আরো বলেন, দিল্লিতে গিয়ে কোন দল কি করলো তার মাধ্যমে কোন রাজনৈতিক দলের শক্তি বিচার হয় না। রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তি বিচার হয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে, ময়দানে তারা কতটুকু রয়েছেন। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন বলছেন, ভিলেজ কমিটির নির্বাচন যথাসময়ে না হলে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হবেন তিনি। এদিকে বিজেপির সঙ্গ ছাড়তে পারছেন না তিনি, বিজেপির সঙ্গে একসাথে ঘর করে এ ধরনের মন্তব্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।
বিরোধী দলনেতা আরো বলেন, বিজেপি একটি সম্প্রদায়িক দল। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী চরম অবমাননা করছে বিজেপি। সেই দলকে সমর্থন করছে রাজ্যের তিপ্রা মথা। তারা রাজ্যবাসীর কল্যাণে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নির্বাচনের আগে বৈধ ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকায় সংশোধনের নামে এই কাজ করা হচ্ছে। কারণ বিজেপি মাটি পরীক্ষা করেছে, তাই মানুষের সমর্থন হারিয়ে ভোটে জেতার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিজেপি। রাজ্যেও তিপ্রা মথাকে কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের নামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা।
তাঁর কথায়, অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র দপ্তর। অনুপ্রবেশের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই দায়ী করেছেন তিনি। কাঁটাতারের বেড়া, বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান থাকার পরেও কীভাবে অনুপ্রবেশ ঘটছে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা। প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও নজরদারির অভাবেই এই অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যর্থ হচ্ছে সরকার, দাবি বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর।

মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে যান মন্ত্রী বিকাশ

আগরতলা, ৫ আগস্ট : রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্প কার্যকর করা সত্ত্বেও, কিছু চিকিৎসকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় তলানিতে পৌঁছেছে চিকিৎসা পরিকাঠামো এমনই অভিযোগ উঠেছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে যান উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী তথা ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা। পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস।
পরিদর্শনের সময় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা অভিযোগের সত্যতা পান যে, বহু সময় রোগীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের দেখা পান না এবং দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই মিলছে চিকিৎসা পরিষেবা। মন্ত্রী সরেজমিনে হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসককে না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক হাসপাতালে এসে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।
মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "যদি রোগীরা হাসপাতালে এসে চিকিৎসকের দেখা না পান, তাহলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।" পাশাপাশি তিনি হাসপাতালের ভেতরে সাপে কামড়ের প্রতিষেধক, জরুরি ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ নেন, বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় এই সময় বিষাক্ত সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।তিনি হাসপাতালের ভর্তি থাকা রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং পরিষেবার মান সম্পর্কে অবহিত হন।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, "রাজ্য সরকার মানুষের স্বার্থে স্বাস্থ্য খাতে একাধিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। এই পরিষেবা যাতে প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে যায়, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। তবে কোনো অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না।"
এদিনের পরিদর্শনে উপস্থিত গোপাল দাসও স্থানীয় মানুষের অভাব-অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং দলীয় স্তর থেকে জনস্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।এলাকার সাধারণ মানুষ মন্ত্রীর হঠাৎ এই পরিদর্শনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন, এর ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গতি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

খোয়াই জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: আজ খোয়াই জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। জানা যায়, আশারামবাড়ি বিধানসভা এলাকার তিপরা মথার দলের এক কর্মী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেই অসুস্থ রোগী শারীরিক অবস্থা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য জেলা হাসপাতালে যান মন্ত্রী।
কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরবর্তী সময় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, হাসপাতালে এসে তিনি অবগত হয়েছেন পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। তাই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas